ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

এসাইমেন্টের বিষয়: যাকাত প্রদানের গুরুত্ব ও ফযিলত

বিষয় : রিসার্চ এন্ড মাসাঈল

বিষয় কোড : RAM302

প্রাপকঃ

উস্তায আব্দুল ওয়াহিদ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

প্রেরকঃ

তাসমা হালিমা

রোল -১৯০২১৭০

ব্যাচ-১৯০২

জমাদানের তারিখঃ ৫/৬/২০২২ ইং

সূচীপত্র	
১।যাকাতের অর্থ	০৩
২।যাকাত এর পারিভাষিক পরিচয়	০৩
৩।যাকাত প্রবর্তনের সময়	০৫
৪।যাকাত ফরয হওয়ার দলিল	০৬
৫।যাদের উপর যাকাত ফরয	০৭
৬।যাকাতের নিসাব	০৭
৭।যে সকল সম্পদের যাকাত ফরয	০৮
৮।যেসব সম্পদের যাকাত দিতে হয় না	০৮
৯।যাকাত আদায়ের সময়	০৯
১০।নিয়ত	০৯
১১।যাকাত প্রদানের খাত	০৯
১২।যাকাত সঠিক খাতে আদায় করা ফরয দায়িত্ব	১১
১৩।যাদের যাকাত দেয়া যাবেনা	১২
১৪।যাকাতের সপ্তম খাত ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ ও কিছু সংশয়	১৩
১৫।চার মাযহাবের আলোচনা	১৭
১৬।যাকাত ব্যক্তির হক; দল বা প্রতিষ্ঠানের নয়	২১
১৭।ফী সাবীলিল্লাহর স্বীকৃত অর্থ বাদ দিয়ে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ জায়েয নয়	২২
১৮।যাকাতের অর্থ দিয়ে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও জলাধার-কূপ ইত্যাদি খনন জায়েয নয়	২৫
১৯।সমকালীন আরব শায়েখদের ফতোয়া	২৬

যাকাত প্রদানের গুরুত্ব ও ফযিলত।

যাকাত ইসলামের প্রধান আর্থিক ইবাদাত। সুষম সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এটি আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি ও ইসলামের মৌল স্তম্ভের উল্লেখযোগ্য একটি বুনিয়াদ। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদাত হল সালাত ও যাকাত। কুরআন মাজীদে বহু স্থানে সালাত ও যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ সাওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা

দেখছেন।” [সূরা বাকারা : ১১০]
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, “তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।” [সূরা নূর : ৫৬]
হাদস শরীফে একে ইসলামের সেতুবন্ধন বলা হয়েছে। কারণ, এটি ধনী ও গরীবের মাঝে অর্থনৈতিক সেতুবন্ধন। মুসলিম সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূরীকরণে এবং সমাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম।

যাকাতের অর্থ:

আবুল হাসান বলেন, যাকাতের অর্থ **الطهارة والنماء والبركة والمدح** পবিত্রতা, বৃদ্ধি, বরকত ও প্রশংসা।
আল মুজামুল অসীতে আছে, যাকাতের আভিধানিক অর্থ **زكا** যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও পরিমাণে বেশী হয়। **زكا فلان** অমুক ব্যক্তি যাকাত দিয়েছে অর্থ-সুস্থ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। অতএব, যাকাত হচ্ছে বরকত, পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা- সুসংবদ্ধতা।

যাকাত এর পারিভাষিক পরিচয়:

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পুরণের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছরকাল অতিক্রম করলে ঐ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়।
যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হল সালাত ও যাকাত। কুরআন মজীদে বহু স্থানে সালাত-যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ ছওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۰﴾

‘তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। -সূরা বাকারা : ১১০
অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۶﴾

‘তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।’-সূরা নূর : ৫৬

সূরা নিসার ১৬২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য 'আজরুন আযীম'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا۠﴿۱۶۲﴾

'এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।'

অন্য আয়াতে যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ সুফল বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴿۱۰۳﴾

'তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'-সূরা তাওবা : ১০৩

এছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, সালাত ও যাকাতের পাবন্দী ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রশ্নই অবান্তর। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে, যেখানে খাঁটি মু'মিনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে সেখানে সালাত-যাকাতের কথা এসেছে অপরিহার্যভাবে। কুরআনের দৃষ্টিতে প্রকৃত পুণ্যশীলদের পরিচয় যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে সালাত-যাকাতের উল্লেখ এসেছে। (সূরা বাকারা ১৭৭)

মুমিনের বন্ধু কারা-এই প্রশ্নের উত্তরেও সালাত-যাকাতের প্রসঙ্গ শামিল রয়েছে। (সূরা মায়েদা : ৫৫)

'সৎকর্মপরায়ণদের বৈশিষ্ট্য ও কর্মের তালিকায় সালাত-যাকাতের প্রসঙ্গ অনিবার্য। (সূরা লুকমান : ৪)

মসজিদ আবাদকারীদের পরিচয় জানতে চাইলেও সালাত-যাকাত তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (সূরা তাওবা : ১৮)

কুরআন মজীদ কাদের জন্য হেদায়েত ও শুভসংবাদ দাতা-এর উত্তর পেতে চাইলেও সালাত-যাকাত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। (সূরা নামল : ৩)

ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পরও মুমিনদের অবস্থা কী তা জানতে চাইলে সালাত-যাকাতই অগ্রগণ্য। (সূরা হজ্জ : ৪১)

বিধর্মী কখন মুসলিম ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়- এ প্রশ্নের উত্তরে তাওবার সঙ্গে সালাত-যাকাতও উল্লেখিত। (সূরা তাওবা : ১১)

দ্বীনের মৌলিক পরিচয় পেতে চাইলে সালাত-যাকাত ছাড়া পরিচয় দান অসম্ভব। (সূরা বাইয়েনা : ৫)

মোটকথা, এত অধিক গুরুত্বের সঙ্গে সালাত-যাকাত প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে এসেছে যে, এটা ছাড়া দ্বীন ও ঈমানের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। মুমিনের অন্তরের ঈমান সালাত-যাকাতের বিশ্বাসের ওপর এবং তার কর্মের ঈমান সালাত-যাকাতের কর্মগত বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.-এর ভাষায়-

والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر.

'যাকাত শরীয়তের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে অর্থাৎ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। যাকাতের ফরযিয়তকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।' -ফাতহুল বারী ৩/৩০৯

যাকাত প্রবর্তনের সময়:

ইসলাম কখন যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করলো? যখন আরবে'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি চলছে জোরসে, যখন সমাজের ধন-সম্পদ এক পক্ষের নিকটবন্দী, যখন সমাজের উঁচু শ্রেণির সম্পদ-রোলারে অপেক্ষাকৃত নিচু শ্রেণি তথা দরিদ্র শ্রেণি পিষ্ট হচ্ছে তখনই ইসলাম ঘোষণা করলো 'যাকাত' ব্যবস্থার নীতি-বিধি। ইসলাম ঘোষণা করলো,

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ

অর্থঃ এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে। যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের (সূরাআল-মাআরিজ: ২৪-২৫) আরবের দরিদ্র শ্রেণি যারা যুগ-যুগ ধরে বিত্তশালীদের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছিলো তারা জেগে উঠলো, আশ্চর্য-সুষমায় বলে উঠলো, "ঠিকই তো!"ইসলামের এ নীতির প্রতি আক্ষরিক অর্থেই মুগ্ধ হয়ে দলে-দলে মুসলমান হতে লাগলো তারা।

এটি একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব হিসেবে ইসলামী অর্থনীতির ইতিহাসে প্রধান অবস্থানে আসীন। ইসলামের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার মূলে যাকাত-ব্যবস্থার যে ঐতিহাসিক অবদান তা গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় আজও ফুরিয়ে যায়নি।

যাকাত ফরয হওয়ার দলিল

দ্বিতীয় হিজরীতে রোজা ফরয হওয়ার পরপরই শাওয়াল মাসে যাকাত ফরয হয় এবং নবম হিজরীতে এটি পুর্ণাঙ্গরূপে কার্যকর করা হয়।

আল-কুরআনের সূরা আত তাওবার ৬০ নং আয়াত দ্বারা যাকাত ফরয হয়:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ [التوبة:60]

যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদে হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে-ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।(সূরা তাওবা: ৬০)

যাকাত ফরয হওয়ার প্রমাণ হাদীস থেকে:

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البِيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

আবি আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেখে বর্ণিত তিনি বলেন,আমি নবী (সা:) থেকে শুনেছি যে,“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল,নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া,শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে হজ্ব করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা”। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [أَنَّ النَّبِيَّ]بَعَثَ مُعَاذًا [إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ أخرجه: البخاري (352/1) ومسلم (37/1) وأبو داود (1584) والنسائي

যাদের উপর যাকাত ফরয

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক সকল মুসলিম নর-নারীর উপর যাকাত প্রদান করা ফরয। কোন ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর চাঁদের হিসাবে পরিপূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর পূর্ববর্তী বছরের যাকাত প্রদান করা ফরয।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

১. নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া। অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ, বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা, কিংবা সমপরিমাণ মূল্যের নগদ টাকা বা ব্যবসার মালের মালিক হওয়া।

২. মুসলমান হওয়া। কাফেরের উপর যাকাত ফরয নয়।

৩. বালেগ হওয়া। নাবালেগের উপর যাকাত ফরয নয়।

৪. জ্ঞানী ও বিবেক সম্পন্ন হওয়া। সর্বদা যে পাগল থাকে তার নেসাব পরিমাণ মাল থাকলেও তার উপর যাকাত ফরয নয়।

৫. স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া। দাস-দাসীর উপর যাকাত ফরয নয়।

৬. মালের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকা। অসম্পূর্ণ মালিকানার উপর যাকাত ফরয হয় না।

৭. নেসাব পরিমাণ মাল নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদের অতিরিক্ত হওয়া।

৮. নেসাব পরিমাণ মালের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

যাকাতের নিসাব

রূপা ৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ ভরি) কিংবা স্বর্ণ ৮৫ গ্রাম (৭.৫০ ভরি) অথবা স্বর্ণ বা রূপা যে কোন একটির নিসাবের মূল্য পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বা ব্যবসায়িক সামগ্রীকে যাকাতের নিসাব বলে। রূপার মূল্য নির্ধারণ করা উত্তম গরীব-দুঃখীদের দিকে সহনশীল হয়ে। ৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ভরি) রূপার মূল্য বর্তমান বাজারে: .১৫০ পয়সা হিসেব আনুমানিক ২৩ হাজার টাকা হয়। সুতরাং কারো নিকট ২৩ হাজার টাকা একবৎসর স্থায়ী হলে, তাকেও যাকাত দিতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান।

যে সকল সম্পদের যাকাত ফরয

(১) স্বর্ণ-রূপা ও নগদ অর্থ (২) বানিজ্যিক পণ্য (৩) মাঠে বিচরণকারী গবাদি পশু (৪) শস্য ও ফলমূল।

স্বর্ণ ও রূপার যাকাত

যদি কারো নিকট ৮৫ গ্রাম বা ৭.৫০ ভরি (১ ভরি=১১.৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ ভরি) রূপা থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয। স্বর্ণ-রূপা চাকা হোক বা অলংকার, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত যে কোন বস্তু, সর্বাবস্থায় স্বর্ণ-রূপার যাকাত ফরয।

হীরা, ডায়মন্ড, হোয়াইট গোল্ড,প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু যদি সম্পদ হিসাবে বা টাকা আটকানোর উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়,তাহলে বাজার মূল্য হিসাবে তার যাকাত দিতে হবে। হীরা, ডায়মন্ড, হোয়াইট গোল্ড অলংকার বা চাকা হলে যাকাত দেওয়া লাগবে না।

নগদ অর্থের যাকাত

নগদ অর্থ,টাকা-পয়সা, ব্যাংকে জমা,পোষ্টাল সেভিংস,বৈদেশিক মূদ্রা (নগদ,এফসি একাউন্ট,টিসি,ওয়েজ আর্নার বন্ড),কোম্পানির শেয়ার,মিউচুয়াল ফান্ড,ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার, বন্ড,সঞ্চয়পত্র,জমাকৃত মালামাল (রাখী মাল),প্রাইজবন্ড,বীমা পলিসি (জমাকৃত কিস্তি),কো-অপারেটিভ বা সমিতির শেয়ার বা জমা,পোষ্টাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ডিপোজিট পেনশন স্কীম

কিংবা নিরাপত্তামূলক তহবিলে জমাকৃত অর্থের যাকাত প্রতি বছর যথা নিয়মে প্রযোজ্য হবে। ব্যাংক জমা বা সিকিউরিটির (ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার,বন্ড,সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি) উপর অর্জিত সুদ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ উপার্জন নয় বিধায় যাকাতযোগ্য সম্পদের সঙ্গে যোগ করা যাবে না। অর্জিত সুদ কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে। তবে মূল জমাকৃত অর্থের বা সিকিউরিটির ক্রয় মূল্যের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। ব্যাংক জমার উপর বৈধ মুনাফা প্রদান করা হলে ঐ মুনাফা মূল জমার সঙ্গে যুক্ত করে যাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পত্তির সাথে যোগ করতে হবে।

যেসব সম্পদের যাকাত দিতে হয় না:

জমি, বাড়ী-ঘর, দালান, দোকানঘর, কারখানা, কারখানার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, যন্ত্রাংশ, কাজের যন্ত্র, হাতিয়ার, অফিসের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, যানবাহনের গাড়ী, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি, যানবাহন বা চলাচলের অথবা চাষাবাদের পশু, ব্যবহারিক গাড়ী, ব্যবহারিক কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রী, গৃহ-পালিত পাখি, হাঁস-মুরগী ইত্যাদির যাকাত হয় না। ঋণ পরিশোধের জন্য জমাকৃত অর্থের উপর যাকাত হয় না। শস্য ও গবাদি পশুর যাকাত পরিশোধ করার পর ঐ শস্য বা গবাদি পশু বিক্রিকরে নগদ অর্থ প্রাপ্ত হলে ঐ প্রাপ্ত অর্থের উপর একই বছরে যাকাত দিতে হবে না। কারণ একই সম্পদের একই বছরে দুইবার যাকাত হয় না।

যাকাত আদায়ের সময়

যাকাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়ের বাধ্যবাদকতা নেই। নিসাবের মালিক হওয়ার পর এক বৎসর অতিবাহিত হলেই সঙ্গে সঙ্গে যাকাত ওয়াজিব হয়। বিলম্ব করা জায়েয নাই। তবে বর্ষপূর্তির পূর্বে আদায় করা জায়েয। তবে রমাদান মাসই যাকাত আদায়ের সর্বোত্তম সময়। রমাদানে দান-সদাকাহ করলে অন্য সময়ের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি সাওয়াব লাভ হয়। তাই পবিত্র রমাদান মাসে মু'মিন বান্দারা একসঙ্গে গরীবের হক যাকাত ও ফিতরা আদায় করে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাহে রমাদানই অধিক সওয়াব প্রাপ্তির জন্য যাকাত আদায়ের উপযুক্ত মৌসুম ও শ্রেষ্ঠতর সময়। রমাদান মাসে ধনী লোকেরা দরিদ্রদের যাকাত প্রদানের ফলে উভয় শ্রেণির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে।

নিয়ত:

নিয়ত যাকাতের একটি গুরুত্ব রোকন। যাকাতের অংশ মূল সম্পদ হতে বের করার সময় নিয়ত অবশ্য করতে হবে। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে।

যাকাত প্রদানের খাত

যাকাত যথাযথ খাতে প্রদত্ত হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে শুধু যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত উসূলকারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (জিহাদকারীদের জন্য) এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। সূরা তাওবা (৯) : ৬০

এই আয়াতে যাকাতের আটটি খাত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তা হল

১. ফকীর/ দরিদ্র।

২. অভাবী (মিসকীন)।

৩. আমিলীন (ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক যাকাত উসুলের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ)।

৪. নও-মুসলিম / ইসলামের প্রতি অনুরাগী (আলমুআল্লাফা কুলূবুহুম)

৫. আলগারিমীন (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি)।

৬. রিকাব (দাস মুক্তকরণ)।

৭. ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদকারী)।

৮. ইবনুস সাবীল (নিঃস্ব মুসাফির)।

এই আট খাতের প্রত্যেকটির পরিচয় হাদীস-আসারের মজবুত দলীল দ্বারা সুপ্রমাণিত। সাহাবা-তাবেয়ীন ও সালাফের নিকট এ খাতগুলোর পরিচয় সুস্পষ্ট ছিল।

কেউ কেউ যাকাত আদায়ের জন্য বিশেষ আয়োজন করে লোকজনকে একত্রিত করেন। একটা বিব্রতকর পরিবেশের মধ্যে অল্প অল্প টাকা বা নিম্নমানের কাপড় বিতরণ করেন, যা মোটেই মানানসই নয়। কেননা, যাকাত, ফিতরা, সাদকাহ ইত্যাদি গোপনে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়াই উত্তম। তাছাড়া ভিক্ষার মতো অল্প অল্প করে যাকাত আদায় করলে ফরজ আদায় হবে কিন্তু যাকাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। যাকাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা। অল্প টাকা বা নিম্নমানের কাপড় দিয়ে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়। যাকাত যাকে দেবেন, তাকে এমনভাবে দেওয়া ভালো- যাতে এই অর্থ দিয়ে সে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি করতে পারে এবং পরবর্তী বছর সে নিজেও যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত বনে যায়।

এজন্য যাকাত প্রদানকারীর কর্তব্য হল, যাকাতের খাতগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা। এ আট শ্রেণির মধ্যে যে কোনো শ্রেণির যে কাউকে যাকাত দেওয়া যাবে; ক্রীতদাস-প্রথা এবং ধর্মযুদ্ধ (আল্লাহর পথে জিহাদকারী) বর্তমানে অনুপস্থিত থাকায় বাকি ছয়টি শ্রেণির মধ্যে যাকাত প্রদান করতে হবে।

আমরা বর্তমানে জারি থাকা ছয়টি শ্রেণি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল-

১. ফকির/দরিদ্র (ফুকারা)

এখানে 'ফুকারা' শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফকির বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝে থাকি: অসহায়, অনাথ, নিঃস্ব, দ্বারে দ্বারে হাত পাতা, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকা ইত্যাদি প্রকারের লোকদের বুঝিয়ে থাকি। যারা শারীরীক ভাবে দরিদ্র তথা পঙ্গু, বিকলাঙ্গ সর্বোতভাবে যাদেরকে 'প্রতিবন্ধী' বলা হয় তারাও সম্পর্কিত।

২. অভাবী (মিসকিন)

এখানে 'মিসকিন' বলতে মূলত কাদেরকে বোঝানো হয়? বুখারী শরীফের কিতাবুয যাকাত অধ্যায়ের একটি হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে অভাবের তাড়নায় দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং দু'একটি খেজুর বা দু'এক গ্রাস খাবার পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকিন নয়; প্রকৃত মিসকিন ঐ ব্যাক্তি যার এমন কোনো সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে। অথচ তার এমন দুরবস্থাও কেউ জানে না যে, তাকে কেউ কিছু দান করে এবং সেও লোকের নিকট কিছু চায় না"।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক যাকাত উসুলের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (আমিলীন)

কোনো সমাজে বা প্রতিষ্ঠানে যদি যাকাত একত্রিকরণের নিমিত্তে সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে সেক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলে যে অধিক গরিব-মিসকিন তাকে যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। এতে গরিব/মিসকিন হিসেবে সে যাকাতেরএকাংশ প্রাপ্তির পর সংগ্রহকারী হিসেবেও একাংশের প্রাপ্য হবে।

৪. নও-মুসলিম / ইসলামের প্রতি অনুরাগী (আলমুআল্লাফা কুলুবু-হুম)

এখানে নও-মুসলিম বা ইসলামের প্রতি অনুরাগীপূর্ব-মুসলিমকে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রেও দরিদ্রতা শর্ত একজন ইসলাম প্রীত অমুসলিমকে তখনই আপনি যাকাত দিতে পারবেন যখন সে দরিদ্র হবে।

৫. ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি (আলগারিমীন)

ঋণে আবদ্ধ হয়ে, জর্জরিত হয়েও আমাদের সমাজে অনেককেই দারিদ্র্যের ছোবলে পরিশ্রান্ত, ক্লিষ্ট

হতে দেখি। সমাজের এমন মানুষদেরকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দারিদ্র্যের ছোবল থেকে রক্ষা করাই এ বিধানের মূল উদ্দেশ্য।

৬. নিঃস্ব মুসাফির (ইবনুস সাবীল)

মুসাফিরও এক সময় রিক্ত হয়, সে তার প্রয়োজনীয় যা কিছু নিয়ে ঘর থেকে বের হয় এক সময় তা নিঃশেষ হয়, এমতাবস্থায় পথিমধ্যে তার রিক্ততা, অসহায়ত্ব দূর করতে যাকাত দেওয়া যাবে। এখানেও আমাদের দৃষ্টিতে মুসাফিরের সাময়িক দরিদ্রতা অপরিলক্ষিত নয়।

যাকাত সঠিক খাতে আদায় করা ফরয দায়িত্ব

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। ঈমান ও সালাতের পরেই ইসলামের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত হল যাকাত। যাকাতের বিধি-বিধান সম্পর্কে কুরাআন-সুন্নাহয় সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মাসারিফে যাকাত তথা যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ কুরআন-হাদীস দ্বারা এবং সাহাবা-তাবেয়ীনের বক্তব্য দ্বারা সুনির্ধারিত ও সুস্পষ্ট একটি বিষয়।

যাকাত ব্যক্তির হক। দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তিরাই যাকাত গ্রহণ করতে পারে। জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ যাকাত ব্যয়ের খাত নয়। যাকাতের যে আটটি খাতের কথা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে সবক'টি খাতই ব্যক্তি কেন্দ্রিক। জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ বা ফযীলতপূর্ণ হোক, সেটা যাকাতের খাত নয়। কিন্তু সম্প্রতি যাকাতের সপ্তম খাত 'ফী সাবীলিল্লাহ'কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল থেকে 'শায' ও বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তাদের ভাষ্যমতে কুরআন-সুন্নাহর স্বীকৃত ও নির্ধারিত খাতের বাইরেও জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাত ব্যয় করা যাবে। এমনকি কোনো কোনো গোষ্ঠী থেকে এ কথাও শোনা যায় যে, যাকাতের অর্থ দ্বারা দ্বীন প্রচারের নিয়তে টিভি চ্যানেলও খোলা যাবে।

যাকাতের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যাকাত কার উপর ফরয, কোন্ ধরনের সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরয, কাকে যাকাত দেওয়া যাবে, কাকে দেওয়া যাবে না এর বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে আছে। মুমিনের কর্তব্য হল, এসকল বিধি-বিধান জেনে সে অনুযায়ী যাকাত আদায় করা। যেন সম্পদের যাকাত কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত যথাযোগ্য খাতে যথাযোগ্যভাবে ব্যয়িত হয় এবং ফরয দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যাকাত সাধারণ দান-খয়রাত নয় যে, কোনো ধরনের বাছবিচার না করে যাকে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা দিয়ে দেয়া হল। সাধারণ দান যে কোনো বৈধ খাতে, যে কোনো ব্যক্তিকে করা যায়। এমনকি ধনী ব্যক্তিকেও দেওয়া যায়। সাধারণ দানের জন্য কোনো নেসাব ও বর্ষপূর্তির দরকার হয় না এবং যে কোনো সম্পদই দান করা যায়। কিন্তু যাকাতের বিষয়টি তেমন নয়। যাকাত সব ধরনের সম্পদের উপর ফরয নয়। বরং বিশেষ বিশেষ সম্পদের উপর শর্তসাপেক্ষে

যাকাত ফরয হয়। হাদীস ও আসারে যার বিস্তারিত উল্লেখ আছে এবং সে অনুযায়ী ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবেও যাবতীয় মাসআলা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তদ্রƒপ যাকাত যে কোনো খাতে ব্যয় করা যায় না। যে কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া যায় না| যাকাতের খাত সুনির্ধারিত। নির্ধারিত খাতেই কেবল যাকাত আদায় করা যায়। এর বাইরে অন্যত্র যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা হলে ফরয দায় থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর ভাষায়

فأحكم الله عز وجل فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال فريضة من الله (قال) : وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه ذلك.

আল্লাহ তাআলা যাকাতের ফরযকে তাঁর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব আল্লাহ তাআলার বণ্টনের বাইরে ভিন্ন খাতে বণ্টন করার অধিকার কারো নেই। কিতাবুল উম্ম ২/৭৭

যাদের যাকাত দেয়া যাবেনা

ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত খাওয়া বা ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। আপন দরিদ্র পিতা-মাতা, দাদা-দাদী তথা ঊর্ধ্বস্থ সকল নারী-পুরুষ, অনুরূপ ভরণ- পোষণে নির্ভরশীল পুত্র-কন্যা এবং স্বামী স্ত্রীকে যাকাত প্রদান করা জায়েয নাই। যাকাত বহির্ভুত সম্পদের দ্বারা তাহাদের ভরণ-পোষণ করা ওয়াজিব।

অনুরূপ মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রকৃত বংশধরদের সম্মান ও মর্যাদার কারণে যাকাতের অর্থ দ্বারা সাহায্য করা জায়েয নয়। সাধারণ দানের অর্থ দ্বারাই তাদের খেদমত করা জরুরী। মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মাণের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা নিষেধ। সাধারণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করাও জায়েয নয়। তবে আশ্রয় কেন্দ্রে দুরাবস্থা সম্পসারণ আশ্রয় প্রার্থীদের ব্যক্তি মালিকানাধীন ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে দেয়া জায়েয। মনে রাখতে হবে যাকাত পরিশোধ হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। সুতরাং যাকাতের অর্থে মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করাও জায়েয নয়। যাকাত দেওয়া যেমন শরীয়তের বিধান, অনুরূপ যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই যাকাত দেওয়া শরীয়তের বিধান। সঠিক পাত্রে যাকাত প্রদান না করলে যাকাত পরিশোধ হবে না।

একথা সত্য যে, অধিকাংশ সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হয় দরিদ্রতার কারণে। এ সমস্যার প্রতিবিধান করার জন্য যাকাত ইসলামের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। যাকাতের অর্থসম্পদ প্রাপ্তির ফলে দারিদ্রের জীবন যেমন আনন্দ ও নিরাপদ হয় তেমনি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হয়।

ফিরে আসবে আবার সেইদিন, যেদিন হযরত ওমর (রা.) যাকাতের অর্থ দেওয়ার লোক খুঁজে পেতেন না, গহীন রাতে সুন্দরী মহিলা রাস্তা দিয়ে একাকী চললেও সে থাকতো নিরাপদ,

প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের জীবনের রক্ষাকর্তা, কেউ কারো জন্য মান হানিকর কিছু করা থেকে বিরত থাকত।

যে দিনের কথা বলেছেন ড. হাম্মুদাহ আবদালাতি,

ইসলামী সোনালী শাসনকালের ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল যখন যাকাত নেওয়ার মতো লোক ছিল না। তখন মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী সকল নাগরিক তার অভাব মোচনে সক্ষম ছিল। শাসকবর্গ যাকাতের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা রাখত। এখনও সে পরিবেশ আসতে পারে, যদি যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি এবং সুষম বণ্টননীতি নিশ্চিত করা যায়। আল্লাহ তাওফিক দিন। আমীন!

যাকাতের সপ্তম খাত 'ফী সাবীলিল্লাহ' ও কিছু সংশয়

যেমনটি বলা হল যাকাতের সপ্তম খাত হচ্ছে, 'ফী সাবীলিল্লাহ'। এর শাব্দিক অর্থ হল আল্লাহর পথে। আর শরয়ী ও পারিভাষিক অর্থে 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদকারীগণ।

'ফী সাবীলিল্লাহ'র পারিভাষিক এ অর্থটি সালাফ তথা সাহাবা-তাবেয়ীন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের নিকট স্বীকৃত ছিল। অর্থাৎ ফী সাবীলিল্লাহ 'মুতলাক' (ব্যাখ্যামুক্ত)ভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা উক্ত অর্থটিই বুঝতেন। ইবনুল আসীর রাহ. বলেন

قد تكرر في الحديث ذكر "سبيل الله وابن السبيل" ...وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه.

হাদীসে 'সাবীলুল্লাহ' ও 'ইবনুস সাবীল'- এর কথা বারংবার এসেছে। 'সাবীলুল্লাহ' শব্দটি আম (ব্যাপক)। ফরয, ওয়াজিব, নফল ও বিভিন্ন প্রকারের পুণ্যের কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের পথে সব ধরনের খালেস আমল এর অন্তর্ভুক্ত। আর 'সাবীলুল্লাহ'কে যখন 'মুতলাক' (ব্যাখ্যামুক্ত)ভাবে বলা হয় তখন তা সাধারণত জিহাদের অর্থে ব্যবহার হয়। এমনকি এই অর্থে সাবীলুল্লাহ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার হওয়ার কারণে 'সাবীলুল্লাহ' যেন ঐ মর্মের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আননিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ২/৩৩৮

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নে দুয়েকটি হাদীস ও আসার উল্লেখ করা হল।

সহীহ মুসলিমে এসেছে

أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ.

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আমি একটি উৎকৃষ্টমানের ঘোড়া 'সাবীলুল্লাহ'-এ সদকা করলাম। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬২০

ইমাম নববী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন

"حملت على فرس عتيق في سبيل الله" معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله.

এর অর্থ হল, আমি এটিকে সদকা করলাম এবং তা এমন ব্যক্তিকে দান করলাম, যে এর দ্বারা 'সাবীলুল্লাহ'-এ (আল্লাহর রাস্তায়) জিহাদ করবে। শরহুন নববী ১১/৬২

সহীহ বুখারীতে এসেছে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সাবীলুল্লাহ'-এ (আল্লাহর রাস্তায়) অতিবাহিত এক সকাল বা এক বিকাল দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তা হতে উত্তম। সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৯২

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন

قوله في سبيل الله أي الجهاد.

'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদ। ফাতহুল বারী ৬/১৭

সহীহ বুখারীর আরেক বর্ণনায় এসেছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঘোড়া তিন ব্যক্তির জন্য। কারো জন্য সাওয়াবের। কারো জন্য (দরিদ্রতা ও পরনির্ভরতা থেকে) আত্মরক্ষা। আর কারো জন্য গুনাহের কারণ। ঐ ব্যক্তির জন্য তা সওয়াবের, যে তা 'সাবীলুল্লাহ'-এ (আল্লাহর রাস্তায়) আবদ্ধ করেছে। সহীহ বুখারী, হাদীস ২৮৬০

ইমাম নববী রাহ. বলেন

(ربطها في سبيل الله) أي أعدها للجهاد.

'সাবীলুল্লাহ'-এ (আল্লাহর রাস্তায়) আবদ্ধ করেছে এর অর্থ হল, জিহাদের জন্য প্রস্তুত করেছে। শরহুন নববী ৭/৬৬

যাকাতের খাতসমূহ বর্ণনাকারী [সূরা তাওবার (৯) : ৬০নং] আয়াতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা যে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদকারী মুজাহিদ উদ্দেশ্য, নিম্নের হাদীস দ্বারা তা আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়।

সুনানে ইবনে মাজাহয় আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম ইরশাদ করেছেন

لَا تَحِلّ الصّدَقَةُ لِغَنِيّ إِلّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِغَنِيّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيّ، أَوْ غَارِمٍ.

ধনীর জন্য যাকাত হালাল নয়, তবে এদের মধ্যে পাঁচ শ্রেণির জন্য তা হালাল-। ১. সদকা উসূলের আমিলের জন্য। ২. 'সাবীলুল্লাহ'-এ (আল্লাহর রাস্তায়) জিহাদকারীর জন্য। ৩. ঐ ধনীর জন্য, যে নিজ অর্থ দ্বারা যাকাতের মাল ক্রয় করেছে। ৪. ফকীর তার প্রাপ্ত যাকাত থেকে কোনো ধনীকে হাদিয়া দিয়েছে (সে ধনীর জন্য)। ৫. ঋণগ্রস্তের জন্য। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৮৪১

ইমাম আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম রাহ. (মৃত্যু : ২২৪ হি.) কিতাবুল আমওয়ালে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন

فأرخص صلى الله عليه وسلم للغازي أن يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا. ونراها تأويل هذه الآية قوله: وفي سبيل الله.

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশস্ত্র লড়াইকারী মুজাহিদের জন্য সদকা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন, যদিও সে ধনী হয়। আর আমরা মনে করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অনুমতি প্রদান কুরআন মাজীদের আয়াত وفي سبيل الله-এরই ব্যাখ্যা। কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ৭২৬

ইমাম খাত্তাবী রাহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন

فيه بيان أن للغازي وإن كان غنيا أن يأخذ الصدقة ويستعين بها في غزوه وهو من سهم سبيل الله... وقد جاء في هذا الحديث ما بينه ووكد أمره، فلا وجه للذهاب عنه.

অর্থাৎ উক্ত হাদীসে মুজাহিদের জন্য সদকা গ্রহণের অনুমতি আছে, যদিও সে ধনী হয়। সে এর দ্বারা যুদ্ধে শক্তি অর্জন করবে। আর এটা যাকাতের কুরআন নির্ধারিত খাতসমূহের মধ্যে সাবীলুল্লাহ-খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অংশ। ... এ হাদীসটি ঐ খাতের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে এবং বিষয়টিকে জোরালো করে দিয়েছে। অতএব এ উদ্দেশ্যের বাইরে অন্য দিকে যাওয়ার যৌক্তিকতা নেই। মাআলিমুস সুনান, খাত্তাবী ২/২৩৪

ইবনে হাযম রাহ. 'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর ব্যাখ্যায় বলেন

وأما سبيل الله فهو الجهاد بحق.

'সাবীলুল্লাহ' হল, হকের পথে জিহাদ করা।

এরপর তিনি এর স্বপক্ষে উপরোক্ত হাদীসকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন। অতঃপর বলেন

وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى، إلا أنه لا خلاف في أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات، فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص، وهو الذي ذكرنا، وبالله تعالى التوفيق.

সকল পুণ্যের কাজই 'সাবীলুল্লাহ'। তবে এতে কোনো দ্বি-মত নেই যে, আল্লাহ তাআলা যাকাতের খাত সংক্রান্ত আয়াতে সকল পুণ্যের কাজকে উদ্দেশ্য করেননি। তাই যাকাতের ক্ষেত্রে 'সাবীলুল্লাহ' -এর যে অর্থ হাদীসে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়। আর তা সেটিই, যা আমরা বর্ণনা করেছি। আলমুহাল্লা বিল আসার ৪/২৭৫

কাযী ইবনুল আরাবী রাহ. ইমাম মালেক রাহ.-এর বক্তব্য এভাবে উল্লেখ করেছেন

قال مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو.

ইমাম মালেক রাহ. বলেন, 'সাবীলুল্লাহ' তথা আল্লাহর পথ অগণিত। কিন্তু এখানে যে সাবীলুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ এ ব্যাপারে কোনো ভিন্ন মতের কথা আমার জানা নেই। আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ২/৯৬৯

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহ. 'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর ব্যাখ্যায় বলেন

وأما قوله: (وفي سبيل الله) فإنه يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده، بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار،وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

আর আল্লাহ তাআলার বাণী 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অর্থ হল, আল্লাহ তাআলার দ্বীন ও পথ এবং তাঁর শরীয়া, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন তাঁর সাহায্যার্থে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অর্থ ব্যয় করা। আর 'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর যে অর্থ আমরা করেছি মুফাসসিরগণও তা-ই বলেছেন। এরপর তিনি তাবেয়ী আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রাহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করেন

قال ابن زيد في قوله: (وفي سبيل الله) قال: الغازي في سبيل الله.

ইবনে যায়েদ রাহ. 'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। তাফসীরে তাবারী ৬/৪০২

পাশাপাশি তিনি আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর মারফু রেওয়ায়েতটিও উল্লেখ করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে সুনানে ইবনে মাজাহর বরাতে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছি। যাতে সুস্পষ্টভাবেই 'ফী সাবীলিল্লাহ' অর্থ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাযীর কথা বলা হয়েছে।

উল্লিখিত আলোচনায় হাদীস-আসারের বরাতে এবং মুজতাহিদ ইমামগণের উদ্ধৃতিতে যে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল তা এই যে, 'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর শাব্দিক অর্থ যতই ব্যাপক হোক যাকাতের খাত সংক্রান্ত আয়াতে ফী সাবীলিল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদ। সে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত।

উপরিউক্ত বক্তব্যের পাশাপাশি এখানে আমরা চার মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামগণের মত ও ফতোয়া কী তা উল্লেখ করছি, যেন এ বিষয়ে কোনো ধরনের সংশয় না থাকে।

চার মাযহাবের আলোচনা

মালেকী মাযহাব :

ফকীহ আবুল ওয়ালীদ ইবনে রুশদ আলকুরতুবী রাহ. (মৃত্যু ৫২০হি.) বলেন

وأما قوله: وفي سبيل الله إنه الغازي في سبيل الله، فهو صحيح لا اختلاف فيه، وإنما يختلف هل يعطى منها الغني في الغزو؟ فقال في المدونة: إنه يعطى منها وإن كان غنيا.

'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। এটিই সহীহ কথা। এতে কোনো মতভিন্নতা নেই। মতভিন্নতা এ নিয়ে যে, ধনী ব্যক্তিকে জিহাদে যাকাত থেকে দেওয়া হবে কি না। আর ইমাম মালেক রাহ. হতে আলমুদাওয়ানা গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মুজাহিদকে দেওয়া হবে, যদিও সে ধনী হয়। আলবায়ান ওয়াত্তাহসীল ১৮/৫১৭; আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা ১/৩৪৬ আরো দেখুন : বিদায়াতুল মুজতাহিদ ২/৪৩; মাওয়াহিবুল জালীল ৩/২৩৩; আত্তাজ ওয়াল ইকলীল ৩/২৩৩

শাফেয়ী মাযহাব:

ইমাম নববী রাহ. 'আলমাজমু শরহুল মুহাযযাব' গ্রন্থে বলেন

ومذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان بل يغزون متطوعين، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى.

আমাদের (শাফেয়ী) মাযহাব হল, আয়াতে কারীমার মধ্যে উল্লিখিত 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতে বরাদ্দকৃত যাকাতের অর্থ ঐ সকল লড়াইকারীর পেছনে ব্যয় করা হবে, সরকারি রেজিস্টারে যাদের কোনো ভাতা চালু নেই; যারা স্বেচ্ছায় নিজ উদ্যোগে জিহাদে যোগদান করেছে। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালেক রাহ.-ও অনুরূপ বলেছেন। শরহুল মুহাযযাব ৬/১৯৮

আরো দেখুন : আলহাবিল কাবীর ৮/৫১১; রওযাতুত তালিবীন ২/৩২১

হাম্বলী মাযহাব:

শামসুদ্দীন ইবনে কুদামা আলমাকদিসী রাহ. (৬৮২ হি.) 'আশশারহুল কাবীর' গ্রন্থে বলেন

(السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم) هذا الصنف السابع من أصناف الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم، ولا خلاف في أنهم الغزاة، لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو.

সপ্তম নম্বর হল 'ফী সাবীলিল্লাহ'। আর তারা হল, ঐসকল মুজাহিদ, যারা সরকারি রেজিস্টারভুক্ত নয়। এটি যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে সপ্তম। আর তারা যাকাতের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে এবং তাদের সম্পর্কে এ হুকুম বলবৎ থাকার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই। আর এতেও কোনো

মতভিন্নতা নেই যে, এখানে উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর পথে জিহাদকারী সৈনিকের দল।
কেননা 'সাবীলুল্লাহ' শব্দ কোনো ব্যাখ্যামুক্তভাবে (مطلق) ব্যবহার হলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদই হয়ে থাকে।

অবশ্য ইমাম আহমাদ রাহ. থেকে 'সাবীলুল্লাহ'-এর আওতায় হজে¦ গমনকারীকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে কি না এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। একটি মত হল, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। ইবনে কুদামা রাহ. বলেন

اختلف الرواية عن أحمد رحمه الله في ذلك، فروي عنه أنه لا يصرف منها في الحج، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وهي أصح؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، فيجب أن يحمل ما في آية الزكاة على ذلك؛ لأن الظاهر إرادته به... وروي عنه أن الفقير يعطى قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه.

ইমাম আহমাদ রাহ. থেকে এ ব্যাপারে দুটি বক্তব্য পাওয়া যায়। একটি বক্তব্য হল, যাকাতের অর্থ থেকে হজে¦ ব্যয় করা যাবে না। ইমাম মালেক, আবু হানীফা, ছাওরী, শাফেয়ী, আবু ছাওর ও ইবনুল মুনযির রাহ.-ও অনুরূপ বলেছেন। এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। কেননা সাবীলুল্লাহ 'মুতলাক' ক্ষেত্রে কেবলমাত্র জিহাদের অর্থেই ব্যবহার হয়। কুরআন মাজীদে যেখানেই 'সাবীলুল্লাহ'-এর আলোচনা এসেছে সবখানেই জিহাদের অর্থে এসেছে; অল্প কয়েকটি জায়গা ছাড়া। অতএব আবশ্যক হল, যাকাতের আয়াতেও ঐ অর্থই গ্রহণ করা। কেননা এ অর্থ উদ্দেশ্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। ...ইমাম আহমাদ রাহ. থেকে আরেকটি মত হল, দরিদ্র ব্যক্তিকে ঐ পরিমাণ যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে, যার দ্বারা সে ফরয হজ¦ আদায় করতে পারে অথবা এর দ্বারা হজ¦ আদায়ে সহযোগিতা নিতে পারে। আশশারহুল কাবীর ১/৭১৪

আরো দেখুন : আলইনসাফ, মারদাবী ৩/২৩৫

হানাফী মাযহাব

'সাবীলুল্লাহ' দ্বারা যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী মুজাহিদ উদ্দেশ্য তা ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর অন্যতম প্রধান শাগরিদ ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. (মৃত্যু ১৮৯ হি.)-এর নিচের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট। হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ-এ আছে

أخبرنا مالك، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين تصدق على المسكين فأهدى إلى الغني.

এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. বলেন

قال محمد: وبهذا نأخذ، والغازي في سبيل الله إذا كان له عنها غنى يقدر بغناه على الغزو لم يستحب له أن يأخذ منها شيئا، وكذلك الغارم إن كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة لم يستحب له أن يأخذ منها شيئا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

এই হাদীস অনুযায়ী আমাদেরও ফতোয়া। আল্লাহর পথে লড়াইকারীর যদি এ পরিমাণ সম্পদ থাকে, যা দ্বারা সে যুদ্ধে যেতে সক্ষম, তার জন্য শোভনীয় নয় যে, সে যাকাত থেকে গ্রহণ করবে। ...আর এটা আবু হানীফা রাহ.-এরও অভিমত। মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, হাদীস ৩৪৩

ইমাম মুহাম্মাদ কিতাবুল আছলে বলেন

ولا بأس بأن يعين حاجاً منقطعاً مقيماً، وغازياً منقطعاً به، ولا بأس بأن يعين مكاتباً. وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

এতে কোনো অসুবিধা নেই যে, পাথেয় নেই এমন হজে¦ গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে যাকাতের সম্পদ থেকে সহায়তা করা এবং সম্বলহীন মুজাহিদকে সহায়তা করা।... আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদও এ মত গ্রহণ করেছেন। কিতাবুল আছল ২/১০৩

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. (মৃত্যু ৩৭০ হি.) শরহু মুখতাসারিত তহাবীতে বলেন

وفي سبيل الله" هم أهل الجهاد من الفقراء".

'ফী সাবীলিল্লাহ' তারা হলেন অসচ্ছল মুজাহিদগণ। শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৩৭৩

আবু ইয়াকুব আলজুরজানী রাহ. (মৃত্যু ৫২২ হি.) খিযানাতুল আকমাল কিতাবে বলেন

و"سبيل الله" فقراء الغزاة عندنا، وعن محمد : الحاج أيضا.

'সাবীলুল্লাহ' হচ্ছে আমাদের নিকট দরিদ্র মুজাহিদ। আর ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর একটি মত এটাও যে, দরিদ্র হাজ্বী। খিযানাতুল আকমল ১/২৯১

আলবিনায়া শরহুল হিদায়া গ্রন্থে আছে

وقال ابن المنذر رحمه الله: قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف ومحمد: "في سبيل الله" هو الغازي غير الغني وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أنه الغازي دون الحاج.

ইবনুল মুনযির রাহ. বলেন, ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহ. বলেন, 'সাবীলুল্লাহ' হল দরিদ্র গাজী। আর ইমাম আবু সাওর রাহ. ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে বর্ণনা করেন, 'সাবীলুল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল যুদ্ধরত মুজাহিদ; হজে¦ গমনেচ্ছু ব্যক্তি নয়। আলবিনায়া ৪/১৮৫

উল্লিখিত হাদীস-আসার এবং মুজতাহিদ ইমাম ও ফিকহবিদগণের বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, কুরআন মাজীদে যাকাতের খাত সংক্রান্ত আয়াতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য

হল, আল্লাহর রাস্তায় কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নিয়োজিত মুজাহিদগণ। এটি সর্বসম্মত মত। দু-একজনের মতে দরিদ্র হাজ্বীগণও এ খাতের হকদার।

যাকাত ব্যক্তির হক; দল বা প্রতিষ্ঠানের নয়

এখানে আরেকটি বিষয়ও স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, যাকাত ব্যক্তির হক। যাকাত কেবলমাত্র ব্যক্তিকেই দেওয়া যায়।

যাকাতের হকদার আটটি খাতের দিকে আবার নজর দেওয়া যাক।

১. ফকীর।

২. মিসকীন।

৩. আমিলীন। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে যাকাত, উশর ইত্যাদি উসূলের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (ব্যক্তি)।

৪. আলমুআল্লাফা কুলূবুহুম। অর্থাৎ দুর্বল ঈমানওয়ালা কোনো নওমুসলিম, যার মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য।

৫. আররিক্বাব। অর্থাৎ মুকাতাব (গোলাম) বা (কারো মতে) পূর্ণ দাস (ব্যক্তি)।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

৭. আল্লাহর রাস্তায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী। কারো মতে পাথেয়শূন্য হজ্বযাত্রীও এর অন্তর্ভুক্ত।

৮. মুসাফির ব্যক্তি।

উপরের আটটি খাতের কোনোটিই প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক নয়। সুতরাং কোনো প্রতিষ্ঠান বা জনকল্যাণমুখী কাজ যাকাতের খাত নয়। সেখানে যাকাত দেওয়া যাবে না। ঐ কাজগুলো হয়ত রাষ্ট্র আঞ্জাম দেবে, নতুবা মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান থেকে তার ব্যবস্থা করা হবে।

যাকাতের একটি বড় উদ্দেশ্য হল, সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন। আর সমাজের দরিদ্র গোষ্ঠীর অভাব মোচন তখনই সম্ভব হবে, যদি তাদেরকে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়। রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, হাসপাতাল-স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, পানির কূপ, জলাধার খনন ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ দ্বারা ধনি-দরিদ্র সব শ্রেণির মানুষ উপকার লাভ করে বটে, কিন্তু তা দরিদ্র শ্রেণির মালিকানাধীন সম্পদ নয়। তাই যাকাতের অর্থ এসব জনকল্যাণমুখী কাজে ব্যয় করার কোনোও সুযোগ নেই। হাদীস শরীফে যাকাত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দিতে বলা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

...أَنّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

...আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে অতঃপর তাদের গরীবদের তা দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৯৬

পক্ষান্তরে এই আট খাতের বাইরে কোনো খাতে যাকাতের নিয়তে সমুদয় সম্পদ দিয়ে দিলেও যাকাত আদায় হবে না। আবু বকর রা. ওমর রা.-এর প্রতি ওসিয়তে বলেন

مَنْ أَدّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ زَكَاةٌ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعِهَا.

যে ব্যক্তি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত নয় এমন কাউকে যাকাত প্রদান করল তা গ্রহণযোগ্য হবে না; যদিও সে দুনিয়ার সকল সম্পদ দান করে দেয়। আলমুহাল্লা বিল আসার, ইবনে হাযাম ৪/২৭৬, বর্ণনা ৭২১; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, বর্ণনা ৬৯৩৪

ফী সাবীলিল্লাহর স্বীকৃত অর্থ বাদ দিয়ে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ জায়েয নয়

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নিয়োজিত মুজাহিদ; যা হাদীস-আসার দ্বারা, সাহাবা-তাবেয়ীনের বক্তব্য ও কর্মপন্থা দ্বারা; এবং হাদীস, ফিকহ ও তাফসীরবিশারদ ও মুজতাহিদ ইমামগণের সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা সুপ্রমাণিত। নির্ভরযোগ্য বরাতসহ যার কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো ফকীহের মতে পাথেয়শূন্য হজে¦ গমনেচ্ছু ব্যক্তিও এতে শামিল আছে। 'ফী সাবীলিল্লাহ'র পারিভাষিক ও স্বীকৃত অর্থ বাদ দিয়ে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী নির্ধারিত খাতের ব্যক্তিকে যাকাত না দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান বা জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাত আদায় করা কিছুতেই জায়েয হবে না।

'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর শাব্দিক অর্থ যে এখানে উদ্দেশ্য নয় তা তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'সাবীলুল্লাহ'কে ব্যাপক অর্থ ধরে যে কোনো দ্বীনী কর্মকাণ্ডকেই যদি 'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর আওতাভুক্ত ধরা যেত তাহলে এর স্বপক্ষে কোনো না কোনো হাদীস-আসার পাওয়া যেত এবং সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে নির্ভরযোগ্য দলীল পাওয়া যেত। অথচ এর স্বপক্ষে একটি সহীহ হাদীসও নেই।

দ্বিতীয়ত, 'ফী সাবীলিল্লাহ'র যদি শাব্দিক অর্থই উদ্দেশ্য হত তাহলে যাকাতের ৮টি খাতকে ভিন্ন ভিন্ন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। কেননা আট খাতের প্রত্যেকটিই শাব্দিক অর্থে 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত। ফকীর মিসকীনকে দান করা আক্ষরিক অর্থেই 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত। 'আমিলীন'কে সহযোগিতা করা শাব্দিক অর্থের বিচারে 'ফী সাবীলিল্লহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। 'মুআল্লাফা কুলূব', ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব মুসাফিরকে দান করা সবই শাব্দিক অর্থের

বিবেচনায় 'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে এক কথায় إنما الصدقات في سبيل الله বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। ভিন্ন ভিন্ন করে আটটি খাত উল্লেখ করার দরকার ছিল না।
তৃতীয়ত, 'ফী সাবীলিল্লাহ'কে যদি শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে আয়াতের বাকি যে খাতগুলো রয়েছে সবগুলোরইও তো শাব্দিক অর্থ রয়েছে। ঐগুলোর শাব্দিক অর্থ কেন ধরা হবে না? যেমন, 'ইবনুস সাবীল'। এর অর্থ হল, পথিক। শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হলে যে কোনো পথিককেই যাকাত দেওয়া যাবে। অথচ এটা যে অগ্রহণযোগ্য এবং বাতিল কথা তা তো বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা 'ইবনুস সাবীল' শরীয়ত তথা কুরআন-সুন্নাহর একটি পরিভাষা। এটা শরীয়ত কতৃর্ক স্বীকৃত এবং এর গণ্ডি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। ঐ আওতার বাইরে গেলে কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষা ও অর্থের বিকৃতি অনিবার্য। যা কোনোক্রমেই জায়েয নয়।
অনুরূপ 'আলগারিমীন'-এর শাব্দিক অর্থ ঋণগ্রস্ত। এ অর্থে সকল ঋণগ্রস্তই যাকাতের অধিকারী হয়ে যায়। কোটিপতি ঋণখেলাপি ব্যক্তিও তখন এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তদ্রূপ যার কাছে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পাওনা পরিশোধ করছে না সেও যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। কেননা সেও তো ঋণগ্রস্ত; তার কাছেও লোকজন ঋণের টাকা পাবে। এভাবে প্রতিটি খাতের শাব্দিক অর্থ ধরা হলে অধিকাংশ মানুষ যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত বিবেচিত হবে। অথচ এটা যে সম্পূর্ণ বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য কথা তা 'ফী সাবীলিল্লাহ'র শাব্দিক অর্থের প্রবক্তারাও স্বীকার করেন।
তদ্রূপ إنما الصدقات-এর মধ্যে 'সাদাকাত' শব্দটিই ধরুন। এর শাব্দিক অর্থ দান-খয়রাত। এখানে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হলে নফল-ফরয সব ধরনের দান-খয়রাত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে নফল দান-খয়রাতের খাতও আটটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। এটা যে বাতিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বরং এখানে সাদাকাতের পারিভাষিক অর্থই উদ্দেশ্য। তা হল, যাকাত ও ফরয সদকা। পারিভাষিক ও সালাফের নিকট স্বীকৃত অর্থ বর্জন করে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হলে কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম বিকৃত হয়ে যাবে, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তিনটি উদাহরণ দেখানো হয়েছে। অন্যথায় আটটি খাতের প্রত্যেকটিতেই শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থের এই পার্থক্য বিদ্যমান।
এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকৃত কথা যে, কুরআন মাজিদের কোনো আয়াতের অর্থ ও মর্ম যা নবীযুগ, ছাহাবা যুগ তথা খাইরুল কুরূনে সালাফের নিকট স্বীকৃত ও নির্ধারিত ছিল তার অনুসরণ জরুরি। এক্ষেত্রে হাদীস-আসারের বর্ণনা এবং সাহাবা-তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের কুরআন-সুন্নাহসম্মত ফাহ্ম ও বুঝের বাইরে গিয়ে নতুন কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ করলে তা প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. চমৎকার বলেছেন

وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.

মোটকথা, যে ব্যক্তি সাহাবা-তাবেয়ীনের মত ও পথ এবং তাদের তাফসীর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে সরে ভিন্ন কিছু গ্রহণ করে সে এক্ষেত্রে ভুলের উপর আছে; বরং সে মুবতাদি‘ অর্থাৎ বিদআতের শিকার। ...আর আমরা জানি যে, সাহাবা-তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীন কুরআন পড়েছেন। তাঁরা কুরআনের তাফসীর, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অর্থ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। যেমনি তারা ঐ সত্য সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখতেন, যে সত্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাদের মতের বিরোধিতা করল এবং তাদের তাফসীরের বিপরীত তাফসীর করল সে নিঃসন্দেহে দলীল ও মর্ম উভয় ক্ষেত্রেই ভুলের শিকার হল। (আলমুকাদ্দিমা ফী উসূলিত তাফসীর, পৃ. ২৪)

মনে রাখতে হবে, দ্বীনী কাজে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতের কাজ। কিন্তু তা হতে হবে শরীয়তবর্ণিত পন্থায়। আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার সবকিছুই ফরয সদকা তথা যাকাত দিয়ে করা যাবে না। যাকাত কেবলমাত্র এর নির্ধারিত খাতেই ব্যয় করা যাবে। যে খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না সেখানে কোনো বিচ্ছিন্ন মত গ্রহণ করে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা সঠিক কাজ নয়।

আবু বকর রা. ওমর রা.-এর প্রতি ওসিয়তে বলেন

مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ زَكَاةٌ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعِهَا.

যে ব্যক্তি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত নয় এমন কাউকে যাকাত প্রদান করল তা গ্রহণযোগ্য হবে না; যদিও সে দুনিয়ার সকল সম্পদ দান করে দেয়। আলমুহাল্লা বিল আসার, ইবনে হাযাম ৪/২৭৬, বর্ণনা ৭২১; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, বর্ণনা ৬৯৩৪

দ্বীনী প্রয়োজন পূরণের জন্য এসব ক্ষেত্রে সাধারণ দান-সদকার পথ তো খোলাই আছে। সে পথই অবলম্বন করতে হবে। এটিই ছিল সালাফের যুগের কর্মপন্থা, যার অনুসরণ আমাদের কর্তব্য।

যাকাতের অর্থ দিয়ে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও জলাধার-কূপ ইত্যাদি খনন জায়েয নয়

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনসাধারণের জন্য রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, মসজিদ নির্মাণ, সুপেয় পানি বা জলাধারের ব্যবস্থা করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ এবং সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ কাজ ফরয সদকা তথা যাকাতের অর্থ দিয়ে করার সুযোগ নেই।

এ ধরনের জনকল্যাণধর্মী কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে যাকাত যে আদায় হবে না এবিষয়ে মুজতাহিদ ইমাম ও ফিকহবিশারদদের মতামত উল্লেখ করা হল।

দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীর মুজতাহিদ ইমাম আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম রাহ. (জন্ম : ১৫৭ হি.-মৃত্যু : ২২৪ হি.) বলেন

فأما قضاء الدين عن الميت، والعطية في كفنه، وبنيان المساجد، واحتفار الأنهار، وما أشبه ذلك من أنواع البر، فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء يجمعون على أن ذلك لا يجزئ من الزكاة؛ لأنه ليس من الأصناف الثمانية.

মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ, মাইয়েতের কাফনের খরচ, মসজিদ নির্মাণ ও খাল খনন এজাতীয় পুণ্যের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হলে যাকাত আদায় হবে না। এ বিষয়ে সুফিয়ান রাহ. এবং ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চলের ফকীহগণ একমত। কেননা এসকল খাত যাকাতের ৮টি খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিতাবুল আমওয়াল, বর্ণনা ১৯৮০

ইমাম কাসানী রাহ. বলেন

صرف الزكاة إلى وجوه البر من بناء المساجد، والرباطات، والسقايات، وإصلاح القناطر، وتكفين الموتى ودفنهم أنه لايجوز.

যাকাতের অর্থে জনকল্যাণমূলক কাজ করা, যেমন মসজিদ নির্মাণ, সরাইখানা ও জলাধার নির্মাণ এবং পোল মেরামত ও মৃতের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা জায়েয নয়। বাদায়েউস সানায়ে ২/১৪২

ইবনে কুদামা রাহ. বলেন

ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى، من بناء المساجد، والقناطر، والسقايات، وإصلاح الطرقات وسد البثوق، وتكفين الموتى، ...وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرهاالله تعالى.

আর আল্লাহ তাআলা যেসব খাতের কথা উল্লেখ করেননি সেসব খাতে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। যেমন মসজিদ নির্মাণ, পুল নির্মাণ, জলাধার তৈরি করা, রাস্তা মেরামত ও বাঁধ নির্মাণ কিংবা মৃতের কাফনের ব্যবস্থা করা ...এ জাতীয় সওয়াবের কাজ, যাকাতের খাতের আলোচনায় আল্লাহ তাআলা যার উল্লেখ করেননি। আলমুগনী, ইবনে কুদামা ৪/১২৫

জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাত আদায় না হওয়ার কারণ হল, যাকাত ব্যক্তির হক। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে

تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

'মুসলমানদের সম্পদশালীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে। অতঃপর তাদের গরীবদের তা দেওয়া হবে।' সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৯৬

সুতরাং যাকাত আদায়ের জন্য ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থের সম্পূর্ণ মালিক বানিয়ে দিতে হবে। যেন যাকাতের সম্পদে তার একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে যে, সে চাইলে তা নিজে ভোগ করতে পারে, চাইলে সে বিক্রিও করে দিতে পারে, আবার কাউকে দানও করে দিতে পারে। এভাবে মালিক বানিয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে।

পক্ষান্তরে মালিকানা নিজের কাছে রেখে বা যাকাতের অর্থ দ্বারা জনকল্যাণমূলক কাজ করে, যেমন জলাধার বানিয়ে বা রাস্তা মেরামত করে বা প্রতিষ্ঠান করে দিয়ে তা থেকে উপকার ভোগ করার অনুমতি দিয়ে দিলেও যাকাত আদায় হবে না। কেননা এর দ্বারা যাকাতের সম্পদে ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সমকালীন আরব শায়েখদের ফতোয়া

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়েখ- (মৃত্যু : ১৩৮৯ হি.) -এর ফতোয়া

যাকাত সম্পর্কে তৎকালীন সৌদী বাদশাহর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন

إن صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية مما لا ينطوي تحت الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى وحصر صرف الزكاة فيها لا يجوز.

মসজিদ এবং জনকল্যাণমূলক কাজ যা কিনা আল্লাহ নির্ধারিত সেই আটটি খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যাকাত প্রদানকে তিনি যার মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন এসব ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয হবে না। ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়েখ, ফতোয়া নং ১০৭০

শায়েখ বিন বায রাহ.-এর ফতোয়া

এক প্রশ্নের উত্তরে শায়েখ বিন বায রাহ. বলেন

الصحيح أن المراد بقوله سبحانه: وفي سبيل الله عند أهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة، ويخالف ما مضى عليه أهل العلم.

আলেমগণের নিকট সঠিক কথা হল, 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ। অতএব জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী যাকাত মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণে

ব্যয় করা যাবে না। পরবর্তীর্দের কেউ কেউ জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাত ব্যয় করাকে জায়েয বলেছেন। কিন্তু এটি একটি অগ্রহণযোগ্য কথা। কেননা এ কথা দলীল-পরিপন্থী এবং পূর্ববর্তীর্ আহলে ইলমের মতের বিপরীত। মাজমূউ ফাতাওয়া বিন বায ১৪/২৯৭

তিনি আরেক ফতোয়ায় বলেছেন

"وفي سبيل الله" تختص بالجهاد، هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد، ولا في تعمير المدارس، ولا الطرق ولا نحو ذلك. والله ولي التوفيق.

'আর 'ফী সাবীলিল্লাহ' জিহাদের সাথে খাস। এটা আহলে ইলমের নিকট স্বীকৃত কথা। মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ ও রাস্তা ঘাট ইত্যাদি নিমার্ণে যাকাতের অর্থ খরচ করা জায়েয নয়'। আল্লাহই তাওফীকদাতা। মাজমূউ ফাতাওয়া বিন বায ১৪/২৯৪

শায়েখ উসাইমীন রাহ.-এর ফতোয়া

শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আলউসাইমীন রাহ. বলেছেন

السابع: في سبيل الله، و"سبيل الله" هنا المراد به الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح أن يراد به جميع سبل الخير؛ لأنه لو كان المراد به جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في قوله تعالى: اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

সপ্তম নাম্বার হল, 'ফী সাবীলিল্লাহ'। আর এখানে 'সাবীলুল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, অন্য কিছু নয়। এর দ্বারা সকল কল্যাণমূলক কাজ উদ্দেশ্য নেওয়া সহীহ নয়। কেননা এর দ্বারা যদি সকল কল্যাণমূলক কাজ উদ্দেশ্য হয় তাহলে

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ...

এই আয়াতে যাকাতের খাতকে আটটিতে সীমাবদ্ধ করার কোনো অর্থ থাকে না। মাজমূউ ফাতাওয়া উসাইমীন ১৮/৩৩৬

সৌদিআরবের রাষ্ট্রীয় মুফতীবোর্ড (আললাজনাতুদ দায়িমা)-এর সিদ্ধান্ত

সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় মুফতীবোর্ড (আললাজনাতুদ দায়িমা) থেকে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে

لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع،... رأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء: أن المراد بقوله تعالى {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} في آية مصارف الزكاة: الغزاة المتطوعون بغزوهم.

মসজিদ নির্মাণ, হাসপাতাল নির্মাণ ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। এ বিষয়ে সৌদিআরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে।... পরিষদের অধিকাংশের মতামত হল, উক্ত আয়াতে 'সাবীলুল্লাহ' দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ যে মত গ্রহণ করেছেন সেটা গ্রহণ করা অর্থাৎ মুজাহিদগণ, যারা স্বেচ্ছায় জিহাদে গমনকারী, তারাই 'সাবীলুল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য। ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা ১০/৩৯

শায়েখ নাসীরুদ্দীন আলবানী রাহ.-এর বক্তব্য

যারা 'সাবীলুল্লাহ'কে ব্যাপক অর্থবোধক ধরে যে কোনো কল্যাণমূলক কাজ যেমন, ইসলামের জন্য দাওয়াতী প্রোগ্রাম, মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম শায়েখ নাসীরুদ্দীন আলবানী রাহ. তাদের খণ্ডনে বলেন

وهذا التفسير تفسير محدث لا يعرفه السلف الصالح أولا ثم ينافي صريح الآية التي حصرت المصارف للزكاة في الأنواع الثمانية المذكورة فيها.

এই তাফসীরটি নবআবিষ্কৃত তাফসীর। সালাফ তথা পূর্বসূরীগণ এ তাফসীর জানতেনই না। এছাড়া এ ব্যাখ্যা যাকাতের আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, যেখানে যাকাতের খাতকে আট প্রকারের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জামেউ তুরাসিল আল্লামা আলবানী ১০/৫৩০

কূপ/জলাধার সম্পর্কে সৌদিআরবের রাষ্ট্রীয় মুফতীবোর্ডের ফতোয়া

ওয়াক্ফকৃত একটি কূপ সংস্কার করার কাজে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা সম্পর্কে সৌদিআরবের রাষ্ট্রীয় মুফতীবোর্ড আললাজনাতুদ দায়িমার নিকট প্রশ্ন করা হলে এই ফতোয়া দেওয়া হয়

بين الله جل وعلا مصارف الزكاة بقوله تعالى: اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِیْ سَبِيْلِ اللهِ.

فلا يجوز صرفها في غير المصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وبناء على ذلك فما جمعته من الزكاة ووجب عليك مستقبلا يجب عليك أن تصرفه في مصارفه الشرعية المبينة في هذه الآية، وليس البئر المذكورة من مصارف الزكاة.

আল্লাহ তাআলা

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ...

এ আয়াতে [সূরা তাওবা (০৯) : ৬০] যাকাতের খাতসমূহ বলে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ তাআলার বর্ণিত খাতের বাইরে অন্যত্র যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয নয়। সুতরাং আপনি যাকাতের যে অর্থ জমা করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো যা জমা হবে, আপনার জন্য আবশ্যক

হল, এ আয়াতে যে খাতের কথা বর্ণিত আছে সেখানেই তা খরচ করা। আর ঐ কূপ যাকাতের খাতসমূহের মধ্যে পড়ে না। ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা ১০/৪৩

কূপ-জলাধার খনন এবং সরাইখানা ও মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণে সালাফের কর্মপন্থা

সাহাবা-তাবেয়ীন তথা আমাদের মহান পূর্বসূরী সালাফে সালেহীন এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ নফল দান-সদকা, ওয়াক্ফ, হেবা, অসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে করতেন।

ইসলামের ইতিহাসে নবীযুগে এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগে অসংখ্য কূপ/জলাধার তৈরি, মসজিদ নির্মাণ, খেজুর বাগান দান ইত্যাদির ঘটনা পাওয়া যায়। কিন্তু হাদীস-আসারে এমন একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না যে, তারা যাকাতের অর্থ দিয়ে, মসজিদ-মাদরাসা-সরাইখানা নির্মাণ করেছেন। বরং সহীহসূত্রে যা পাওয়া যায় তা হল, এসব তারা আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। সদকায়ে জারিয়ার উদ্দেশ্যে নফল দান হিসেবে করেছেন। অথচ 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অর্থ নিঃসন্দেহে আমাদের চেয়ে তাঁরাই ভালো বুঝতেন। কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে পরবর্তীদের অপেক্ষা তারা অধিক জ্ঞাত।

শেষকথা হল, কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফের বক্তব্য ও মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তির আলোকে এটি সুপ্রমাণিত যে, 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদ। যাকাতের সপ্তম খাত দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে তারাই উদ্দেশ্য। একটি মতানুযায়ী দরিদ্র হাজ্বীও এর অন্তর্ভুক্ত। এবং এও প্রমাণিত যে, যাকাত ব্যক্তির হক; কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ যাকাতের খাত নয়। এসব কাজে যাকাত আদায় করলে কিছুতেই যাকাত আদায় হবে না। আর টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠার জন্য যারা যাকাত গ্রহণ জায়েয হওয়ার কথা বলেন তাদের কথা যে সম্পূর্ণ বাতিল, তা আর ভিন্ন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

যাকাতদাতাদের লক্ষ করা জরুরি যে, যাকাত একটি ইবাদত। এ ইবাদত থেকে দায়মুক্তি তখনই সম্ভব হবে, যদি তা যথাযথভাবে সঠিক খাতে ব্যয় করা হয়। অন্যথায় যাকাতের দায় থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন আমীন।

যাকাত ও সাদাকাহ বলতে কী বুঝায়?

'সাদাকাহ' শব্দের অর্থ 'দান'। পারিভাষিক অর্থে সাদাকাহ বলা হয় এমন দানকে যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা করা হয়। তবে ইসলামী শরীয়তে দান সাধারণত দুই ধরনের। প্রথমতঃ এমন দান যা বিশেষ কিছু শর্তে মুসলিম ব্যক্তির বিশেষ কিছু সম্পদে ফরয হয়, যা থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করা তার উপর অপরিহার্য হয়। এমন দানকে বলা হয় যাকাত। দ্বিতীয়তঃ এমন দান যা করতে মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু কারও উপরই তা অপরিহার্য করা

হয়নি। এমন দানকে সাদাকাহ বলা হয়। তবে শরয়ী পরিভাষায় অনেকক্ষেত্রে যাকাতকেও সাদাকাহ বলার প্রচলন আছে।

যাকাত ও সাদাকাহর মধ্যে কিছু পার্থক্য

১) ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু জিনিসে যাকাত বিধিবদ্ধ করেছে। সেগুলো হচ্ছে— স্বর্ণ, রৌপ্য, খাদ্যশস্য, ব্যবসার সামগ্রী এবং চতুষ্পদ জন্তু যেমন- উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। কিন্তু সাদাকাহ বিশেষ কোনো জিনিসে সীমাবদ্ধ নয়; মানুষ তার সাধ্যানুযায়ী যেকোনো কিছুর মাধ্যমে তা দিতে পারে।

২) যাকাতের ফরয হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, সেগুলি বিদ্যমান থাকলেই কেবল যাকাত ফরয হয়। যেমন- নিসাব পরিমাণ সম্পদ একবছর অতিক্রম হওয়া, বিশেষ পরিমাণে তা বের করা ইত্যাদি। কিন্তু সাদাকাহর ক্ষেত্রে এমন কোনো শর্ত নেই, তা যেকোনো সময়ে এবং যেকোনো পরিমাণে দেওয়া বৈধ।

৩) আল্লাহ তা'আলা যাকাতের খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাই যাকাত কেবল সেগুলিতেই দিতে হবে।সেই খাতগুলি হচ্ছে যথাক্রমে- ফকীর, মিসকিন, যাকাত উসুলকারী কর্মচারী, ইসলামে আগ্রহী কিংবা নওমুসলিম, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, জিহাদ এবং মুসাফির। (আল কুরআন-৯: ৬০)

কিন্তু সাদাকাহ-এর ক্ষেত্রে এমন নির্দিষ্ট কোনো খাত নেই। উপরোক্ত খাতসমূহ ছাড়াও অন্যদেরকে সাদাকাহ দেওয়া বৈধ।

৪) যাকাত জরুরি ছিল এমন ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিশদের উপর জরুরি হয় যে, তারা তার সম্পদ বণ্টনের পূর্বে সেই সম্পদ থেকে প্রথমে যাকাতের অংশ বের করবে অতঃপর বাকি সম্পদ মিরাসের নিয়মানুযায়ী বণ্টন করবে। কিন্তু সাদাকাহ-এর ক্ষেত্রে এমন বিধান নেই।

৫) যাকাত উসুল ও ফুরূকে দেওয়া নিষেধ। কোনো ব্যক্তির উসুল বলতে তার মাতা, পিতা, দাদা ও দাদীদেরকে বুঝায় এবং ফুরূ বলতে নিজের সন্তান ও সন্তানদের সন্তানকে বুঝায়। কিন্তু সাদাকাহ উসুল ও ফুরূ সকলকে দেওয়া বৈধ।

৬) যাকাত নিজ স্ত্রীকে দেওয়া অবৈধ। কিন্তু সাদাকাহ নিজ স্ত্রীকেও দেওয়া যায়।

৭) কাফের মুশরিকদেরকে যাকাত দেওয়া অবৈধ কিন্তু তাদেরকে সাদাকাহ দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাকাত ও সাদাকাহর মধ্যে এমন বেশ কিছু পার্থক্য প্রমাণিত।

যাকাতের উপকারিতা

সম্পদের যাকাত আদায় করা মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম মাধ্যম। পার্থিব কোন উপকারিতা থাকুক আর না থাকুক, আল্লাহর নির্দেশ পালনে মুমিন সর্বদা বাধ্য। তবে আল্লাহর কোন নির্দেশ-ই পার্থিব উপকারিতা মুক্ত নয়। তেমনি যাকাতের মাঝেও রয়েছে ধর্মীয়

অনুশাসন পালনের পাশাপাশি পার্থিব অনেক উপকারিতা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।" [সূরা বাকারা : ২৭৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন বান্দা যখন যাকাত আদায় করেন, তখন আল্লাহর আদেশে একজন ফিরিশতা তার জন্য এভাবে দু'আ করতে থাকেন, হে আল্লাহ! আপনার পথে যে দান-সদাকা, যাকাত দেয়, তার সম্পদকে আপনি বৃদ্ধি করে দিন, আর যে ব্যক্তি সম্পদ ধরে রাখে (যাকাত দেয় না) তার সম্পদ আপনি ছিনিয়ে নেন।" [বুখারী]

মূলত যাকাত আদায় করলে বাহ্যিকভাবে সংখ্যায় মনে হয় যেন সম্পদ কমে যাচ্ছে। কিন্তু যাকাত আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা অবশিষ্ট সম্পদে প্রভূত বরকত দান করেন যা যাকাত না দিলে পাওয়া যেত না। আবার যাকাতের মধ্যে যে সম্পদটা খরচ হয়, আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন কোন উপায়ে সেই সম্পদ আবার ফিরিয়ে দেন।

যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতি

যাকাত প্রদানে যারা কার্পণ্য করবে, তাদের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআন এবং হাদীস শরিফে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত।" [সূরা আল-ইমরান : ১৮০]

হাদীস শরীফে এসেছে, "যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দেয়নি কিয়ামতের দিন তা বিষধর স্বর্পরূপে উপস্থিত হবে এবং তা তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার উভয় অধরপ্রান্তে দংশন করবে এবং বলবে, আমিই তোমার ঐ ধন, আমিই তোমার পুঞ্জিভূত সম্পদ।" [সহীহ বুখারী]

যাকাত আদায় করলে যা লাভ হবে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (بقرة 277)

“যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে,সৎ কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে,তাদের জন্য পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিত হবে না ”। (সুরা বাক্বারা, ২৭৭)

হাদিসে বলা আছে-

وَعَن رَافِع بن خديج قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

রাফি’ ইবনু খাদীজ (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে প্রশাসক যথাযথভাবে যাকাত উসূল করে সে গাযীর মতো যতক্ষণ না সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। (আবূ দাঊদ ও (তিরমিযী)

যাকাত পরিশোধ না করার পরিণাম

যাকাত দিবে না কিংবা অস্বীকারকারীদের কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা বর্ণিত হয়েছে হাদীসে। এখানে ভয় প্রদর্শনের মূলে চেতনাহীন মন মানসে চেতনা সৃষ্টি এবং লোভী ও স্বার্থপর মানুষকে দানশীল বানানোর উদ্দেশ্যে নিহিত আছে। মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (স.) যাকাত দানে উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকদেরকে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

যাকাত না দেয়ার ইহলৌকিক শাস্তি

যাকাত না দেয়ার কারণে ইহলোকিক শাস্তির কথা হাদিসে এসেছে। যাকাত না দেয়ার ইহলোকিক শাস্তি দু’ধরনের। কিছু হচ্ছে, শরীয়তের পক্ষ্য থেকে ধার্যকৃত শাস্তি। দ্বিতীয় হচ্ছে, পরিণামের দিক থেকে শাস্তি। যে ব্যক্তির মালে যাকাত ফরজ হওয়া সত্তেও আল্লাহ ও গরিবের হক আদায় করে না, দুনিয়াতেই তাদের কঠিন পরিণাম-ফল ভোগ করতে হতে পারে। এ ব্যাপারে হাদিস থেকে কিছু উদ্ধৃতি তোলে ধরা হচ্ছে।

১. ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা

হজরত বুরাইদা (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, কোনো জাতি যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিলে আল্লাহ তায়ালা ওদেরকে দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করেন। (ত্ববরানি, মুজামুল আওসাত হাদিস)।

২. বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! পাঁচটি বিষয় যখন তোমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে আল্লাহ তায়ালা তার বিপরীতে তোমাদের পাঁচটি শাস্তি দিবেন। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, যেন তোমরা সেগুলো না পাও। পাঁচটির অন্যতম ছিলো কোনো জাতি যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিলে আল্লাহ তায়ালা

আকাশে থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন। যদি আল্লাহ সৃষ্টি নিরীহ প্রাণীগুলো না থাকতো তাহলে কখনো বৃষ্টি হতো না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নম্বর-৪০৬৪)।

৩. যাকাত না দিলে মাল ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা

মূল সম্পদ থেকে হিসাব করে জাকাতের মাল আলাদা করা না হলে, জাকাতের অংশ মূল মালের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। হাদিসে এসেছে, হজরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, স্থল ও জলভাগে মাল নষ্ট হয় যাকাত আটকে রাখার কারণে। হজর আয়শা (রা.) থেকেও এ ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, সদকার (যাকাত) মাল যে মালের সঙ্গেই মিশেছে, ওটাকে ধ্বংস করে ছেড়েছে।' (মিশকাতুল মাসাবিহ, যাকাত অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৫৭, আশরাফিয়া দেওবন্দ)

মুহাদ্দিসরা হজরত আয়শা (রা.) এর হাদিসের দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন। (ক) জাকাতের অংশ পৃথক করে গরিব মিসকিনকে না দিলে, মূল মাল ধ্বংসের জন্য তা কারণ হতে পারে। (খ) যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত না হয়েও যাকাত সংগ্রহ করে নিজের মালের সঙ্গে মিলালে তা মূল মাল ধ্বংসের কারণ হতে পারে। নষ্ট দ্বারা সাধারণ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার এই অর্থও হতে পারে যে, মাল নষ্ট হলে যেমন মালিক তা ব্যবহার করতে পারে না। তেমনি যাকাত না দেয়ার কারণে পুরো মালই ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যায়।

যাকাত না দিলে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি

যাকাত না দিলে ইসলামি রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। রাসূল (সা.) বলেন, যে লোক নেকির আশায় যাকাত দিয়ে দেয়, আশা অনুযায়ী সে নেকি পেয়ে যাবে। আর যে যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকে, আমি তার থেকে যাকাত নেব এবং তার মালের অর্ধেকও নিয়ে নেব। (সুনানে নাসায়ী-২৪৪৪)। ইউসুফ আল কারজাবী এ প্রসঙ্গে বলেন, এই হাদিসে যাকাত সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে।

১. যাকাত সম্পর্কে আসল কথা হচ্ছে, মুসলমান যাকাত দেবে নেকি পাওয়ার নিয়তে। এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে যে, এর মাধ্যমে আমি নেকি লাভ করবো।

২. সম্পদের মোহে পড়ে কোনো লোক যদি যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকতে চায় তাহলে তাকে সে অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যাবে না। তার থেকে জোর করে যাকাত আদায় করতে হবে। যে জোর আসবে ইসলামি শরীয়ার সার্বভৌম ক্ষমতার বলে। রাষ্ট্র বা প্রশাসন শরীয়ার প্রতিনিধি হিসেবে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এর সঙ্গে শাস্তিস্বরূপ তার অর্ধেক মাল নিয়ে নেয়া হবে। কারণ, যাকাত দিতে অস্বীকারের মাধ্যমে সে সম্পদে আল্লাহ তায়ালার হক থাকার বিষয়টিকে অস্বীকার করছে।

এই শাস্তির কারণে অন্যরাও শিক্ষা গ্রহণ করবে। কেউ যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকবে না। বলা হয়েছে, ইসলামের সূচনালগ্নে এরূপ বিধান ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা বাতিল হয়ে যায়। আসলে এ কথার কোনো দলীল প্রমাণ নেই। কেবল সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে এরূপ কথা বলা যুক্তিসঙ্গতও নয়। আমি মনে করি এরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন। যখন, যেখানে দেখবে লোকেরা যাকাত দেয়া থেকে বিরত হচ্ছে, সেখানেই তা কার্যকর করবে।

৪. যাকাত আদায়ে এরূপ কঠোরতা করার কারণ হচ্ছে, সমাজের গরিব মিসকিনদের অধিকার আদায়ের বাধ্যবাধকতা। রাষ্ট্র গরিব মানুষের অধিকার আদায় করে দিতে বাধ্য (ফিকহুয যাকাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৪)।

যাকাত না দেয়ার পরলৌকিক শাস্তি

যাকাত প্রদান না করলে তার ভয়াবহ শাস্তি বর্ণনায় কুরআনের ভাষ্য:

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ﴾

[التوبة:3435]

'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভুত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না,তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যে দিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট,পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে,সেদিন বলা হবে এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভুত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভুত করেছিলে তা আস্বাদন কর। সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫।

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۠﴿۱۸۰﴾

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত। -সূরা আলইমরান : ১৮০

﴿ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا﴾ [النساء:37]

যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহর নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে, আর আমি আখিরাতে কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

শাস্তির ভয়াবহতা হাদীস থেকে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) " الآيَةَ

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ যাকে ধন-মাল দিয়েছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তা হলে কিয়ামতের দিন তা একটি বিশধর অজগরের যার দুচোখের উপর দুটো কালো চিহ্ন রয়েছে রূপ ধারণ করবে। বলবে, আমিই তোমার ধন-মাল, আমিই তোমার সঞ্চয়। অত:পর রাসূল (সা.) এর আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য এটা মঙ্গল,এটা যেন তারা মনে না করে। না এটা তাদের জন্য অমঙ্গল| যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকারী একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত আছেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৮০) নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

عن عليٍّ [قال :لَعَنَ رسولُ اللهِ]آكِلَ الرِّبَا ومُوكِلَهُ وشَاهِدَهُ وكَاتِبَهُ والواشمة والمستوشمة، ومَانِعَ الصَّدَقَةِ، والمحلِّلَ والمحَلَّلَ لَهُ

আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেন, "সুদখোর, সুদদাতা, উহার সাক্ষী ও লেখক, উল্কি অংকনকারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায়, অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি যে যাকাত দিতে অস্বীকার করে, হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করানো হয়, এদের সকলের উপর আল্লাহর অভিশাপ বা লা'নত "। (আহমাদ ও নাসায়ী)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সোনা রূপার (নিসাব পরিমাণ) মালিক হবে অথচ তার হক (যাকাত) আদায় করবে না তার জন্য কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন (তা দিয়ে) আগুনের পাত বানানো হবে। এগুলোকে জাহান্নামের আগুনে

এমনভাবে গরম করা হবে যেন তা আগুনেরই পাত। সে পাত দিয়ে তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। তারপর এ পাত পৃথক করা হবে। আবার আগুনে উত্তপ্ত করে তার শরীরে লাগানো হবে। আর লাগানোর সময়ের মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। (এ অবস্থা চলবে) বান্দার (জান্নাত জাহান্নামের) ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত।

তারপর তাকে নেয়া হবে জান্নাত অথবা জাহান্নামে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! উটের বিষয়টি (যাকাত না দেবার পরিণাম) কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ উটের মালিক যদি এর হক (যাকাত) আদায় না করে- যেদিন উটকে পানি খাওয়ানো হবে সেদিন তাকে দুহানোও তার একটা হক- কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তিকে সমতল ভূমিতে উটের সামনে মুখের উপর উপুড় করে। তার সবগুলো উট গুণে গুণে (আনা হবে) মোটা তাজা একটি বাচ্চাও কম হবে না। এসব উট মালিককে নিজেদের পায়ের নীচে ফেলে পিষতে থাকবে, দাঁত দিয়ে কামড়াবে। এ উটগুলো চলে গেলে, আবার আর একদল উট আসবে। যেদিন এমন ঘটবে, সে দিনের মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এমনকি বান্দার হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। তারপর ঐ ব্যক্তি জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হবে।

সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের যাকাত আদায় না করলে (মালিকদের) কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি গরু-ছাগলের মালিক হয়ে এর হক (যাকাত) আদায় করে না কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন তাকে সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলা হবে। তার সব গরু ও ছাগলকে (ওখানে আনা হবে) একটুও কম-বেশি হবে না। গরু-ছাগলের শিং বাঁকা কিংবা ভঙ্গ হবে না। শিং ছাড়াও কোনটা হবে না। এসব গরু ছাগল শিং দিয়ে মালিককে গুতো মারতে থাকবে, খুর দিয়ে পিষবে। এভাবে একদলের পর আর একদল আসবে। এ সময়ের মেয়াদও হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এর মধ্যে বান্দার হিসাব-নিকাশ হয়ে যাবে। তারপর ঐ ব্যক্তি জান্নাত অথবা জাহান্নামে তার গন্তব্য দেখতে পাবে।

সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ঘোড়ার অবস্থা কি হবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ঘোড়া তিন প্রকারের। প্রথমতঃ যা মানুষের জন্য গুনাহের কারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ যা মানুষের জন্য পর্দা। আর তৃতীয়তঃ মানুষের জন্য সাওয়াবের কারণ।

গুনাহের কারণ ঘোড়া হলো ঐ মালিকের, যেগুলোকে সে মুসলিমদের ওপর তার গৌরব, অহংকার ও শৌর্যবীর্য দেখাবার জন্য পালন করে। আর যেগুলো মালিক-এর জন্য পর্দা হবে, সেগুলো ঐ ঘোড়া, যে সবের ঘোড়ার মালিক আল্লাহর পথে লালন পালন করে। সেগুলোর পিঠ ও গর্দানের ব্যাপারে আল্লাহর হক ভুলে যায় না। মানুষের জন্য সাওয়াবের কারণ ঘোড়া ব্যক্তির যে মালিক আল্লাহর পথের মুসলিমদের জন্য তা' পালে। এদেরকে সবুজ মাঠে রাখে। এসব ঘোড়া যখন আসে

ও চারণ ভূমিতে সবুজ ঘাস খায়, তখন ওই (ঘাসের সংখ্যার সমান) সাওয়াব তার মালিক-এর জন্য লিখা হয়। এমনকি এদের গোবর ও পেশাবের পরিমাণও তার জন্য সাওয়াব হিসেবে লিখা হয়। সেই ঘোড়া রশি ছিঁড়ে যদি এক বা দু'টি ময়দান দৌড়ে ফিরে, তখন আল্লাহ তা'আলা এদের কদমের চিহ্ন ও গোবরের (যা দৌড়াবার সময় করে) সমান সাওয়াব তার জন্য লিখে দেন। এসব ঘোড়াকে পানি পান করাবার জন্য নদীর কাছে নেয়া হয়, আর এরা নদী হতে পানি পান করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াগুলোর পান করা পানির পরিমাণ সাওয়াব ওই ব্যক্তির জন্য লিখে দেন। যদি মালিক-এর পানি পান করাবার ইচ্ছা নাও থাকে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! গাধার ব্যাপারে কি হুকুম? তিনি বললেন গাধার ব্যাপারে আমার ওপর কোন হুকুম নাযিল হয়নি। সকল নেক কাজের ব্যাপারে এ আয়াতটিই যথেষ্ট ''যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ নেক 'আমল করবে তা সে দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ বদ 'আমল করবে তাও সে দেখতে পাবে''- (সূরাহ্ আয্ যিলযাল ৯৯: ৭-৮)। (মুসলিম)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعظم مَا يكون وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاس»

তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তির উট, গরু ও ছাগল থাকবে, আর সে এসবের হক (যাকাত) আদায় করবে না। কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন এসব জন্তু খুব তরতাজা মোটাসোটা করে আনা হবে এবং তারা তাদের পা দিয়ে তাকে পিষবে। তাদের শিং দিয়ে গুতোবে। শেষ দলটি পিষে চলে যাবার পর আবার প্রথম দলটি আসবে হিসাব-নিকাশ হওয়া পর্যন্ত (এভাবে চলতে থাকবে)। (বুখারী, মুসলিম)

এ বিষয়টাও অনুমান করা যায় যে, ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা যাকাত আদায় করে না তারা কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত-তার শিকার! যাকাতের সকল সুফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে তাদেরকে যে মর্মন্তুদ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা-ও কুরআন মজীদে বলে দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে যাকাতের গুরত্ব:

ইসলামী বিশ্বকোষ এর ভাষ্যমতে, আল-কুরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮২ বার যাকাতের কথা বলা হয়েছে। আল-কুরআনে প্রত্যক্ষভাবে ৩২ বার যাকাত এর কথা বলেছেন। এর মধ্যে নামায ও যাকাতের কথা একত্রে বলেছেন ২৮ বার। ফুয়াদ আব্দুল বাকী বর্ণনা করেছেন, আল-কুরআনে মোট ১৯টি সুরায় ২৯টি আয়াতে যাকাত শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়।

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ (بقرة 43)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর" (সূরা বাক্বারা, আয়াত- ৪৩)।

এর কারণ প্রসঙ্গে আল্লামা তাবারী বলেন, "যে ব্যক্তি যাকাত আদায়ে সম্মত হবে না তার কোন সালাতই গ্রহণযোগ্য হবে না।" [তাবারী-১৪/১৫৩]

যাকাত যে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ থেকে তা সহজে অনুমেয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে যাকাতের প্রচলন একেবারেই নগন্য। অথচ সালাত এবং যাকাত উভয়েই সমভাবে ফরয। একটি হচ্ছে আল্লাহর হক আর অপরটি বান্দার হক।

সূরা নিসার ১৬২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য 'আজরুন আযীম'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, "এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।"

অন্য আয়াতে যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ সুফল বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দু'আ করবেন। আপনার দু'আ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা তাওবা : ১০৩]

এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যাকাতের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন।

হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু যাকাতের বিরূদ্ধচারণকারীদেরকে মুরতাদ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! তারা যদি আমাকে (যাকাতের) একটি উটের দড়িও প্রদান করতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করত, আমি তাদের বিরূদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তা আদায় করে দেয়।" [বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.-এর ভাষায়,'যাকাত শরীয়তের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রোজন। যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে অর্থাৎ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। যাকাতের ফরযিয়াতকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।" [ফাতহুল বারী ৩/৩০৯]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল বলেন, ইসলাম ৫টি

বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা - এ সাক্ষ্য দেওয়া যে ১. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. রামাযানে রোযা রাখা এবং ৫. হজ করা। ' [আস-সহীহ আল-বুখারী, ১/১১, হাদিস:৮]

১. যাকাত ফরয ইবাদত: ইসলামের অন্যান্য ফরয হুকুমের ন্যায় যাকাতও একটি ফরয হুকুম। যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো যাকাত প্রদান করো রুকুকারীগণের সাথে রুকু করো। [সূরা আল-বাকারা ২:৪৩] তাই যাকাত আদায় ব্যতীত ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না।

২. ইসলামের রুকন: ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম রুকন হলো যাকাত।

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন: কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ঈমানি জীবনে একান্ত কামনা। সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আল্লাহর বাণী: তারা বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না'। [সূরা আল-ইনসান৭৬:৯]

৩. আর্থিক ইবাদত: যাকাত হলো ইসলামের আর্থিক ইবাদত। কারণ অর্থ সম্পদের নির্দিষ্ট একটা অংশ আল্লাহর রাস্তায় নিঃশর্তভাবে দান করার নামই যাকাত।

৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়: যাকাত জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায়। কেননা যাকাত প্রদান না করলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৫. তাকওয়ার গুণ অর্জন: যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয়। কেননা মুসলমানগণ একমাত্র আল্লাহর ভয় এবং নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখিয়েই নিজের কষ্টার্জিত সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করে। আর আল্লাহকে ভয় করে কোনো কাজ করার নামই তাকওয়া।

৬. আত্মিক শান্তি লাভ: ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। আল্লাহর হুকুম ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আর্থিক ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে আত্মিক প্রশান্তি।

৭. সফলতার চাবিকাঠি: যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহর বাণী: মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয় নম্র; যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। [সূরা আল-মুমিনুন ২৩:১-৪]

৮. ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ: মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষায় নিপতিত করেন। যাকাত প্রথা সম্পদশালীদের জন্য একটি ঈমানী পরীক্ষা। সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমান

ব্যক্তি ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

৯. যাকাত সম্পদ ও ব্যক্তিকে পবিত্র করে: যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দাতা ব্যক্তির চরিত্র যেমন পবিত্র হয়, তেমনি সম্পদও পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর বাণী: তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। [সূরা আত-তাওবা ৯:১০৩]

১০. আল্লাহর নিয়ামতের শুকর: ধন সম্পদ আল্লাহর এক বড় নিয়ামত। আর নিয়ামতের শুকর করাই ঈমানদারদের একান্ত কর্তব্য। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে নিয়ামতের শুকর আদায় হয়।

আর্থ সামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের গুরুত্ব:

আর্থ সামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো :

১. ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ: যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিরাজমান গগনচুম্বী বৈষম্য ধীরে ধীরে কমে আসে এবং সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

২. অভাব মোচন: সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা যদি সততা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নির্দেশমত নির্দিষ্ট খাতে যাকাত আদায় করে তাহলে সমাজে কোনো মানুষ অন্ন বস্ত্র এবং গৃহহীন থাকতে পারে না। তাই সমাজের সামগ্রিক আর্থিক অভাব মোচনে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৩. ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সহৃদয়তা ও সহনশীলতার উন্মেষ ঘটে।

৪. সহানুভূতি সৃষ্টি: সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জনসমষ্টির প্রতি বিত্তবানদের সহানুভূতি প্রকাশের উত্তম মাধ্যম হলো যাকাত। এ ব্যবস্থায় গরিব জনগোষ্ঠী ধনীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। ফলে শ্রেণীবিভেদ দ্রুত কমে আসে।

৫. সমাজে শান্তি স্থাপন: যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সমাজে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় না। অসহায় লোকদের চাহিদা পূরণের ফলে সমাজে প্রশান্তি বিরাজ করে।

৬. ভালোবাসার উদ্ভাবক: যাকাত প্রদানে ধনী ব্যক্তির সাথে তার সমাজ সমষ্টির ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, যা কখনো ম্লান হয় না।

৭. সহনশীলতার সৃষ্টি: ধনীরা গরিবের দুঃখ কষ্ট অনুধাবন করত যাকাতের মাধ্যমে তা মোচনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্যে দিয়ে গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়।

৮. ধনীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ: যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সমাজে ধনীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। ফলে সমাজে তার মর্যাদাপূর্ণ স্থান অর্জিত হয়।

৯. পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে মুক্তি: যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পুঁজিবাদীদের ধন সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা হ্রাস পায়। এতে ধীরে ধীরে জাতি পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

১০. জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন: যাকাতের অর্থ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার মাধ্যমে বহু সমাজকল্যাণ ও জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন সম্ভব হয়।

১১. অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধকরণ: যাকাতের অর্থে মিলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি করে গরিব বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে সমাজে চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি ইত্যাদি হ্রাস পাবে।

১২. সাম্য ও মানবতাবোধ সৃষ্টিকারী: যাকাত ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে উঁচু নিচু ভেদাভেদ দূর করে সকলের মধ্যে সমতা আণয়ন করে। এটা পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ দূর করে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটায়।

১৩. মানব চরিত্রের অনুপম পরীক্ষা: যাকাত মানব চরিত্রে অর্থলোলুপতা দূর করে তা আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে উৎপাদিত করে যাকাত প্রদান করে মানুষ এ অনুপম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা

দারিদ্র ও প্রাচুর্য দু'টি বিপরীতধর্মী শব্দ কিন্তু মানব জীবনে দু'টিই জড়িয়ে আছে অন্ধকার এবং আলোর মত। এইতো প্রাচুর্যের ছন্দময় উপস্থিতি আবার কিছু সময় পরই দারিদ্রের সেই অনাকাংখিত ভয়াল থাবা। কারো কারো জন্য প্রাসাদোপম আলীশান বাড়ী। বিলাস বহুল গাড়ীসহ সুখের সব রকম সরঞ্জামাদির বিপুল সমাহার। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে হাড় ভাঙ্গা খাটুনি পরিশ্রমের পরও দু'মুঠু ভাতের নিশ্চয়তা নেই, নেই মাথা গোজার
একটু ঠাঁই। দু'টি অবস্থাই প্রজ্ঞাময় মহামহীমের রহতমতায় সৃষ্টি। সম্ভবত ইবাদতের দু'টি অনুপত ধারা সৃষ্টিই এর মুল রহস্য। একটি সবর অন্যটি শোকর। দু'টিই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ইবাদাত। দু'টির মাধ্যমেই রয়েছে মহামহীম রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জনের সুনিপুন ব্যবস্থা। রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عجبا لأمرالمؤمن, إن أمره كله خيرله, وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر, فكان خيرا له, وإن أصابتهضراء صبر, فكان خيرا له. رواهمسلم: ٧٤٢٥

মুমিনের বিষয়টি অতিশয় বিস্ময়কর। তার প্রত্যেকটি বিষয়ই তার জন্যে কল্যাণকর আর এটি একমাত্র মু'মিনের জন্যেই। যদি তার সুদিন আসে, সমৃদ্ধি অর্জিত হয়, তা হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করে। এটি তার জন্যে কল্যাণকর। আবার যদি দুর্দিন আসে দারিদ্রে আক্রান্ত হয়, ধৈর্য ধারণ করে এটিও তার জন্যে কল্যাণকর। (মুসলিম: ৭৪২৫)
হাদীস থেকে সু-স্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে, দারিদ্র ও প্রাচুর্য দু'টিই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের দু'টি সহজ পন্থা। দরিদ্র ধৈর্য ধারণ করবে আর ধনবান শুকরিয়া আদায় করবে। মানব জীবনে দু'টি সুযোগই কারো কারো ক্ষেত্রে আসতে পারে, আবার কেউ এর যে কোন একটি সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারে। তবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হল যখন যার যে সুযোগ আসে তখন তাকে কাজে লাগিয়ে সুযোগের সৎ ব্যবহার করা। আমরা আলোচনা করব, যিনি শুকরিয়া আদায়ের সুযোগ পেলেন, তিনি কিভাবে তা বাস্তবায়ন করবেন।
প্রথমত: যে বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, এই যে ধন-সম্পদ এটি তার নিজের কৃতিত্বের ফসল নয় বরং তা মহামহীমের দয়া ও ইচ্ছার ফসল। তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই তাকে ভুলে যাওয়া চলবে না। তাঁর বিধি নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন চলবে না। নিজের ইচ্ছার উপর আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাঁর দাবীর কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দিতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ
অর্থঃ মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (মুনাফিকুন-৯)
আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সম্পদ মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে দেবে এমন আশংকা আছে তাই মু'মিনদেরকে সদা সর্তক থাকতে হবে। এ সম্পদ যেন কোনক্রমেই তাকে তার সৃষ্টিকর্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। সম্পদের মোহ যেন আল্লাহর দাবীকে গৌণ করতে না পারে। আর সেটি তখনই সম্ভব যখন সম্পদপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ সম্পদকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে জ্ঞান করবে।
দ্বিতীয়ত: সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহর যে নির্দেশ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার প্রাণান্তকর চেষ্টা অব্যাহত রেখে খেয়াল রাখতে হবে প্রাচুর্যের কারণে গতি যেন পাল্টে না যায়। সম্পদ যেন হারাম ও অনৈতিক কাজে ব্যয় না হয়। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহর যে নির্দেশ তা যেন ঠিক ঠিক পালন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

তাদের সম্পদে অধিকার রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের। (যারিয়াত- ১৯)
উক্ত আয়াত সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করছে যে অসহায়, বঞ্চিত ও প্রার্থীদের জন্যে সম্পদ ব্যয় করা আল্লাহর দাবী ও নির্দেশ।

তৃতীয়ত: এ পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় সহায়ক হবে তা গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা। আর তা হচ্ছে সম্পদ ব্যয়ের যে ফযীলত কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে তা স্মরণে আনা এবং ব্যয় না করে কুক্ষিগত করার মন্দ পরিণতির কথা বিবেচনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়- নম্র, যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে। (মু'মিনুন: ১-৪)

আল্লাহ বলেছেন, এরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। যারা উত্তরাধিকার লাভ করবে। শীতল ছায়াময় উদ্যানের। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। (মু'মিনুন ঃ ১০-১১)

তা হলে আল্লাহর নির্দেশ মত সম্পদ ব্যয় করলে পরকালে চিরন্তন জীবনের জন্যে চিরসুখময় জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত। অল্প সম্পদ ব্যয় করলে পরপারে তা অনেক বড় করে পাওয়া যাবে। যেমন রাসুল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

إن العبد إذا تصدق من طيب, تقبلها الله منه, وأخذ ها بيمينه, و رباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله, وإن الرجل ليتصدق باللقمة, فتربو في يد الله, أو قال في كف الله, حتى تكون مثل الجبل, فتصدقوا. رواه أحمد :٧٣١٤

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সদাকা (দান) কবুল করেন এবং তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করে থাকেন। এরপর তাকে লালন পালন করতে থাকেন যেমনি ভাবে তোমাদের কেউ জন্তু শাবক লালন পালন করে থাকে। এমনকি এক লোকমা খাবার (তার লালন পালনের কারণে) পাহাড়ের মত বিশাল হয়ে দেখা দিবে। অতএব তোমরা সাদকা কর। (আহমদ: ৭৩১৪)

পক্ষান্তরে ব্যয় না করে জমা করে রাখরে সে সম্পদ পরকালের জন্যে বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। সম্পদ ব্যয় না করে জমা করে রাখার ভয়াবহতা কত মারাত্মক তা আমরা আগেই জেনেছি।

চতুর্থত: ধনবান ব্যক্তি তার অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের সুযোগ সন্ধান করবে এতে নিজেরই লাভ। রাসুল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرضيرحمكم من في السماء. رواه الترمذي: ١٩٤٧

যারা দয়াশীল, দয়াময় প্রভু তাদের প্রতি দয়া করেন। যারা যমীনে বিচরণ করে তাদের প্রতি দয়া কর। যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিজি: ১৯৪৭)

সহানুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে একজন সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্তমান বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যে দৃশ্য দেখতে পাবে।

- দারিদ্রের কারণে প্রায়ই দেখা যায় জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশকে অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

- বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মৃত্যু বরণ করছে একটি উল্লেখ যোগ্য অংশ।
- যে শিশু শান্তিনিকেতনের আলোকময় পরিবেশে থেকে নিজকে আলোকিত মানুষ রূপে গড়ে তোলার কথা ছিল দারিদ্রের কারণে আজ তাকে দেখা যাচ্ছে হাটে, রাস্তায়, ষ্টেশনে, শ্রমবিক্রি করতে বাধ্য। এদের কেউ কেউ ভিক্ষা করছে আবার অনেককে নর্দমা, ডাস্টবিন থেকে ফেলে দেয়া খাবার ও তুলে খেতে দেখা যাচ্ছে।
- দারিদ্রের কারণে অশিক্ষিত রয়ে যাচ্ছে সমাজের একটি বিশাল অংশ যার কারণে বেকারত্ব বাড়ছে আলোর গতিতে। দারিদ্র ও বেকারত্বের অমানিশায় পতিত হয়ে হতাশা কাটানোর জন্যে মাদকাসক্তিতে লিপ্ত হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি খুনসহ মারাত্মক অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ সম্ভামনাময় নবপ্রজন্ম। এসব অপরাধ বাড়ার কারণে জনমনে সৃষ্টি হচ্ছে আতংক, কষ্ট সাধ্য হয়ে যাচ্ছে নাগরিক জীবন যাপন, আইন শৃঙ্খলার অবনতিসহ যাবতীয় উন্নয়ন। অগ্রগতি হচ্ছে বাধা গ্রস্থ, পিছিয়ে যাচ্ছে দেশ। আন্তর্জাতিক ভাবে নিন্দিত হচ্ছে দেশ ও জনগন।
- এ দারিদ্রের কারণে পরম মর্যাদাবান মাতৃ সমাজকে সতীত্ব বিক্রি করে বেচে থাকার সংগ্রাম করতে হচ্ছে। পতিতা বৃত্তির মত চরম ঘৃনিত কাজ পেশা হিসাবে বেছে নিচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ফলে মনুষ্যত্ব বোধের চরম অধপতনের সাথে সাথে বেড়ে চলেছে সিফিলিস, গনরিয়া এইডসসহ মারাত্মক মারাত্মক মরণব্যধি।
- সুদ ভিত্তিক দেশীও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার দ্বারস্থ হয়ে সর্বশান্ত হতে দেখা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ জনগণকে। সুদের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে ভিটে মাটি বিক্রি করে বাস্তুহারার কাতারে শামিল হতেও দেখা যাচ্ছে অনেককে।
- আবার কেউ কেউ ঈমানের বিনিময়ে দায়মুক্তি নিচ্ছে বলেও পত্রিকাতে খবর প্রকাশ পেয়েছে।
- এ সুযোগে দারিদ্রে বিমোচনের নাম করে অনেক আন্তর্জাতিক ফোরাম দেশে বিভিন্ন নামে সংস্থা খুলে সাহায্যের নামে অপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটাচ্ছে মহা সমারোহে। ফলে সাংস্কৃতির নামে চর্চা হচ্ছে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার। মুক্ত সাংস্কৃতির নামে যৌনতা নির্ভর চলচিত্র নির্মাণ, ফ্যাশন শো, কনসার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে কেড়ে নিচ্ছে শত বছর থেকে চর্চিত সভ্য সাংস্কৃতির ধারা, শালীনতা, ভদ্রতা, ভব্যতা, ও লজ্জাসহ পর্দা প্রথা প্রায় বিলুপ্তির পথে। দারিদ্র বিমোচ শ্লোগানকে পুঁজি করে ঋণ দেয়ার নাম করে সুদী ব্যবসা বর্তমানে জমজমাট। কিস্তি পরিশোধ করতে করতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতার পর্যায়ক্রমে সর্ব শান্ত হচ্ছে গরীব জনগন আর এ সুযোগে প্রাচুর্যের পাহাড় গড়ছে সুবিধা লোভী ফোরাম।

দারিদ্রকে পুঁজি করে শিক্ষা সম্প্রসারণের নাম করে তাদের ধর্মীয় মতে দীক্ষিত করছে হাজার হাজার মুসলিম শিশুকে। তাই যে শিশু হওয়ার কথা ছিল মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ আল্লাহ প্রেমী ঈমান দ্বীপ্ত খাঁটি মুসলিম, সে শিশু হচ্ছে আধুনিকতার নামে উগ্র ও মুক্তমনার নামে দিকভ্রান্ত নাস্তিক। ফলে ধর্মীয় দিক থেকে আমাদের দেশে স্থায়ী নিবাস গড়ার একটি বিশাল সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে আধিপত্যবাদী একটি বিরাট শক্তি। এ ধারা অব্যাহত থাকলে নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাবে আমরা মুসলমানরা নিজ দেশে পরবাসী। এক কথায় দারিদ্রের কারণে আজ আমাদের ঈমান ও স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন। আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক। দারিদ্রের কারণে দাতা গোষ্ঠীর বিভিন্ন ন্যায় ও অন্যায্য দাবী মেনে সরকারকে সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করতে হয় ফলে সরকার জনগনের চাহিদা মোতাবেক স্বাধীন ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে না। একদিকে দাতাদের চাপ অন্য দিকে জনগনের দাবী, দো-টানায় পড়ে সরকারকে বিব্রত হতে দেখা যায় প্রায়ই। দাতাদের দাবী মেটাতে গিয়ে জনগনের বিপক্ষে পদক্ষেপ নেয় ফলে জন অসন্তোষ বাড়ে, সরকার জনরায়ের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়, জনগন প্রতিরোধের সংকল্প করে ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়ে পড়ে উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। ফলাফল দাড়ায় অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি আন্তর্জঅতিক সমীক্ষায় ব্যর্থ রাষ্ট্র। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারকে জনমত উপেক্ষা করে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। ফলে মিত্রদের মাঝে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। সম্পর্কে ফাটল ধরে ফলে সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। সুযোগে বিভিন্ন নাশকতা মূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়। সরকারকে চাপের মুখে পড়তে হয়। আবারা ক্ষমতায় যেতে হলে বিদেশী সম্প্রদায়ের সমর্থনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলে ইসলাম বিরোধী ভূমিকা আরো জোরদার ভাবে নিতে হবে মর্মে দাসখত দেয়ার যুক্তি ও দাবী মজবুত হয়। বাধ্য হয়েই সরকারকে এমন দাসখত দিতে হবে। ফলে ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশের রাস্তা আরো সংকুচিত হবে। বরং নিভু নিভু করে জ্বলতে থাকা প্রদীপ সম্পূর্ণ রূপে নিভিয়ে দেয়ার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। এমন উদাহরণ বিশ্বের সবগুলো মুসলিম দরিদ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এসবেরই মূলে রয়েছে দারিদ্রের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। মোট কথা দারিদ্রের কারণে বাধা গ্রস্থ হচ্ছে আমাদের স্বাধীন মূল্যবোধ। দারিদ্রের কারণেই আজ আমাদের দেশীয় ও ধর্মীয় পরিচয় হুমকির সম্মুখীন। তাই মানবিক ও ঈমানী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব করলে অচিরেই এর চরম মূল্য দিতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে এ অবক্ষয় রোধে

একটি বিরাট উল্লেযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ। তাদের সাহায্য সহানুভূতি পেয়ে অন্নহীন অন্ন পাবে।

- শিক্ষার সু-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলে দরিদ্র জনগন শিক্ষার সুযোগ পাবে, ফলে খুন, রাহাজানী, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতিসহ সকল নেতিবাচক কর্মকান্ড পরিহার করে সুস্থ্য স্বাভাবিক পথে ফিরে আসার রাস্তা খুজে পাবে যুব সমাজ। দেশ পাবে শক্তিশালী নীতিবান আলোকিত জনশক্তি। সে নিজে পাবে ঈমানদীপ্ত সম্ভাবনাময় সুন্দর জীবন।
- ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি এবং ঘৃণ্য পেশা থেকে ফিরে এসে সুস্থ ধারার জীবন গড়ার দিশা পাবে আক্রান্ত নারী ও দরিদ্র জনশক্তি।
- সুদ ভিত্তিক সাহায্য প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা গুটাতে বাধ্য হবে। ফলে তাদের থেকে নিস্কৃতি পাবে অসহায় জনগন এবং সুদের মত মারাত্মক পাপ থেকে বের হওয়ার রাস্তা পাবে নিরুপায় মুসলিম সমাজ।
- অপসংস্কৃতির চর্চা বন্ধ হবে ফলে চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাবে যুব সমাজ ইসলামী মুল্যবোধে বিশ্বাসী জন সাধারণ।
- আধিপত্যবাদী সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তারের রাস্তা সংকুচিত হয়ে যাবে। ফলে স্বাধীনতা হুমকি মুক্ত থাকবে।
- সরকার স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনার নিশ্চয়তা পাবে জনগনের মতের প্রতিফলন ঘটবে। স্থিতিশীলতা বিরাজমান থাকবে। অন্যায় অসন্তোষ বিলুপ্ত হবে। সুখ সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে। দেশ এগিয়ে যাবে। নন্দিত হবে বিশ্বময়। স্বাধীন সমৃদ্ধশালী জাতী হিসাবে আমরা পরিচিতি পাবো বিশ্ব ব্যাপী।
- ধর্মীয় মূল্যবোধ, ঈমানী চেতনা নিয়ে মুসলমান মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারবে। এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। ফলে জাতি দিন দিন উপহার পেতে থাকবে ন্যায় নীতি, সৎ, চরিত্রবান, সৃজনশীল উন্নত, আলোকিত প্রেমময় হৃদয়বান কাংখিত প্রজন্ম। ধরাতে চর্চা হবে মহামহীমের চাহিদা মোতাবেক শান্তিময় বিধান। সর্বোপরি সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ বনী আদম কুফুরী থেকে মুক্ত থাকার পরিবেশ খুজে পাবে। কারণ দারিদ্র মানুষকে কুফুরীর নিকটবর্তী করে দেয়। এমনি ভাবে চেষ্টা করলে সহানুভূতি প্রকাশের হাজারটি দ্বার খুলে যাবে।

এক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা

যাকাত দারিদ্র বিমোচনে একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। দারিদ্র দূরীকরণে যাকাতের অবদান বিস্ময়কর। যাকাতের দ্বারা গরিব, অক্ষম, অভাবগ্রস্ত লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তাদানের

ব্যবস্থা করা যায়। নিয়মিত যাকাত আদায় করে সুষ্ঠভাবে বন্টন করলে উপরোক্ত সবগুলো ক্ষেত্রে অবদান রাখা যায়। সম্পদের প্রতি মানুষের মোহ প্রকৃতিতগত। সম্পদ উপার্জনে মানুষ আগ্রহ বোধ করে কিন্তু ব্যয়ের ব্যাপারে অনুরূপ সাচ্ছন্দ অনুভব করে না। আর সাহায্য সহানুভূতি ও দান খয়রাত রীতিমত মনের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম। এক্ষেত্রে যাকাত আদায়চ্ছু ব্যক্তি যদি যাকাত আদায়ে শরীয়তের বিধান স্মরণে আনে তাহলে তার জন্য উক্ত কাজে সফল হওয়া সহজ হবে। অর্থাৎ

- যাকাত আদায় ইসলামের মুলভিত্তি এটি ব্যতীত ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না।
- যাকাত মূলত তার সম্পদ নয় বরং দারিদ্রক্লিষ্ট বঞ্চিত ও প্রার্থীদের সম্পদ যা তার সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। আল্লাহ বলেন-

তাদের সম্পদের রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার। সূরা: যারিয়াত-১৯

তাহলে যাকাত আদায় না করা প্রকারন্তরে আল্লাহর বিধান লংঘন করার পাশাপাশি অন্যের অধিকার নষ্ট
করা।

- যাকাত আদায়ে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, কলুষমুক্ত হয়।
- যাকাত আদায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত নিশ্চিত হয়।
- যাকাত অনাদায়ে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে। সম্পদ বিষধর সাপে রূপান্তরিত করে গালদেশে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। উক্ত সর্পরূপী সম্পদ তিরস্কার সহ দংশন করে চলবে।

১. জাতীয় আয়: যাকাত ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস। বিত্তবান ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ জাতীয় তহবিলে প্রদান করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দান করে।

২. অর্থনৈতিক ভারসাম্য: যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য দূর হয়। ব্যক্তিরা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সম্পদ থেকে কিছু দরিদ্র জনগণের মাঝে বিতরণ করায় উভয় শ্রেণীর মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অংশ গ্রহণ করে একটি অধঃপতিত জাতিকে স্বনির্ভর ও স্বাধীন জাতিতে উন্নত করা যায়।

৩. সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: যাকাত মানুষের সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে। অক্ষম ও অসামর্থ্য ব্যক্তিদের জাতি ধর্ম বর্ণ যাকাতের অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন কার্যক্রম দেওয়ার যথেষ্ট

সুযোগ রয়েছে। সুতরাং যাকাত সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৪. অর্থনৈতিক অভাব বিমোচন: যাকাত সমাজের অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভাব-অনটন বিমোচনের এবং জীবন জীবিকার যোগদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দারিদ্রক্লিষ্ট হয়ে ঈমান হারাতে বসা চরম বিপর্যয় একটি গোষ্ঠীকে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে এমন বিপদ থেকে রক্ষা করা যায়। বরং উপরোল্লেখিত সকল বিপদ মোকাবেলায় যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। যাকাতের মাধ্যমেই উক্ত সকল ষড়যন্ত্রের সমুচিত জবাব দেয়া যায়। আজ যদি যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নীতিমালা থাকত। বন্টনের ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবস্থা থাকত তাহলে অবস্থা হয়ত এত করুন হত না। যদি দেশের ধনবান ব্যক্তিবর্গ হৃদয় দিয়ে সহানভূতির সাথে একটু চিন্তা করেন তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় দেশী বিদেশী সুবিধালোভী সুদ ব্যবসায়ী আধিপত্যবাদীরা লেজ গুটাতে বাধ্য হবে। আমাদের এ আশা কল্পনা নির্ভর নয় বরং যুক্তির নিরিখে একটু হিসাব করি।

ধরে নেই বর্তমানে বাংলাদেশে ৫০০ কোটি মূল্যবান যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিকের সংখ্যা এক হাজার, তাহলে তাদের সম্পদের যাকাতের পরিমাণ হবে প্রতি বছর ১২৫০০ কোটি টাকা। (১২৫০০০০০০০০) উক্ত টাকা যদি জনপ্রতি ৫০ হাজার করে বন্টন করা হয় তাহলে ২৫ লক্ষ লোকের মধ্যে বন্টন করা যাবে। প্রতি বছর যদি ২৫ লক্ষ লোক দারিদ্র মুক্তির সুযোগ পায় তাহলে গোটা বাংলাদেশকে দারিদ্র মুক্ত করে সনির্ভর করতে কয়দিন লাগবে? এতো শুধুমাত্র ৫০০ জনের হিসাব। প্রকৃত হিসাব আরো অনেক বেশী।

সম্মানিত পাঠক! যাকাত আদায় ও বন্টনের সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলে মুক্তি পেত দেশ। সরকার জনগন, শংকামুক্ত থাকত ঈমান, আক্বীদা, আমল। বৈষম্যদূর হয়ে সম্প্রীতি ও ভালবাসা থাকত সকলের মাঝে বিরাজমান। গোটা সমাজই হতে যেত জান্নাতের একটি বাগিচা। তাহলে আমরা বলতে পারি যাকাত আদায় যেমনি করে দয়াময় পালনকর্তার শুকরিয়া আদায়ের অন্যতম মাধ্যম, বিনিময়ে সুখময় জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। অনুরূপ ভাবে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে ভাইয়ের পতি ভাইয়ের মতত্ববোধ প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা।

ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর "আওসাত ও সাগীর" গ্রন্থে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

إن الله فرضعلى أغنياءالمسلمين, في أموالهم, بقدرالذي يسع فقراءهم, ولن يجهد الفقراء, إذا جاعوا أو عروا, إلا بما يصنع أغنياؤهم, ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا, ويعذبهم عذابا أليما. رواه **الطبراني في الأوسط (٣٦٠٣ (والصغير (٤٤٤ (وذكره الهيثمي في المجمع(٣/٦٢)**

আল্লাহ তাআলা ধনী মুসলমানদের সম্পদে এ পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের দরিদ্রদের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট। দরিদ্র মুসলিম বৃন্দ অভুক্ত ও বিবস্ত্র থাকার যে কষ্ট করে যাচ্ছে। এটি তাদের ধনীদের সৃষ্ট। শুনে রাখ আল্লাহ তাআলা তাদের হিসাব কঠিন করে নিবেন এবং যন্ত্রনাদায়ক কঠিন শাস্তি দিবেন।

হাদীস দ্বারা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে সুষ্ঠভাবে যাকাত আদায় হলে মুসলমানদের মাঝে দারিদ্র থাকবে না। দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা কত অপরিসীম এ হাদীস তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৫. কর্মসংস্থান: যাকাত ইসলামি রাষ্ট্রের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। যাকাতের অর্থ ব্যয়ে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে দরিদ্র বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

৬. ঋণমুক্তি: যাকাতের অর্থ দ্বারা ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঋণমুক্ত করা যায়। ঋণের শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে মুক্ত করার বিধান আল্লাহ যাকাতের মাধ্যমে দান করেছেন।

৭. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা আণয়ন: যাকাত সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা আণয়নে ও মুনাফাখোরী নিয়ন্ত্রিত হলে সম্পদ কোথাও পুঞ্জিভূত হতে পারে না। ফলে সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও স্থিতিশীলতা আছে।

৮. মজুতদারী দূরীকরণ: যাকাত অলসভাবে অর্থ মজুদ রাখার প্রবণতা নাশ করে এবং সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগে উৎসাহ যোগায়। এতে অর্থনৈতিক মজুদদারী দূরীভূত হয়।

৯. অপচয় রোধ: সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রচুর আর্থিক অপচয় হয়, কিন্তু যাকাতের উদ্দেশ্য এবং ব্যয়ের খাতসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত। এজন্য এ খাতে অপচয়ের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

১০. ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা রোধ: আধুনিক কর ব্যবস্থায় কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু যাকাতে ফাঁকি দেওয়া প্রবণতা বিরল। মহান আল্লাহর ভয়ে ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে মানুষ যাকাত দেয়। সুতরাং এ অনুভূতি সর্বক্ষেত্রে ফাঁকি দেওয়া প্রবণতা রোধ করে।

১১. বেকারত্ব দূরীকরণ: সরকার যাকাত আদায়ের জন্য পৃথক একটি মন্ত্রণালয় খুলে অনেক লোকের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূর করতে পারে।

১২. জাতীয় উন্নতি: যাকাত সরকারের জন্য জাতীয় উন্নতি বিধানে একটি অনন্য ব্যবস্থা। যাকাতের নির্দিষ্ট ব্যয়খাতে যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ করে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন করা সম্ভব।

১৩. সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ রহিত: যাকাত প্রদান করলে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকে না, বরং তা গরিবদের মাঝে পৌঁছে যায়। ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে, সাথে সাথে বাজার চাহিদা উৎপাদন

ইত্যাদিও বৃদ্ধি পায়।

১৪. অর্থ অহমিকার বিলোপ সাধন: যাকাত প্রদান করলে ব্যক্তির মন থেকে অর্থের অহমিকা বিলুপ্ত হয়।

১৫. পুঁজিবাদের অবসান: ইসলামি রাষ্ট্রে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সমাজে পুঁজিবাদীদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা হ্রাস পেয়ে পুঁজিবাদের অবসান ঘটে।

১৬. জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা: শতকরা আড়াই টাকা গরিব জনসাধারণকে দেওয়ার ফলে বিত্তশালীদের মন-মানসিকতার সুস্থ বিকাশ ঘটে। নির্দিষ্ট ব্যয় খাতে যাকাতের অর্থের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে রাস্তাঘাট হাসপাতালসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যায়।

১৭. যাকাত অর্থনৈতিক ভিত্তি: ইসলামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে ওঠেছে যাকাতের ওপর ভিত্তি করে। আর যাকাতই ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস।

১৮. অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ: যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সম্পদের অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত হয়।

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কতিপয় মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে গেলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। জনসাধারণ দরিদ্রতায় নিমজ্জত হয়। অভাবের কারণে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিপর্যয় ঘটে। এর ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি বেড়ে যায়। পদে পদে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রভাবে এক শ্রেণির মানুষ রাতারাতি সম্পদের পাহাড়ের মালিক হয়। আরেক শ্রেণির মানুষ বৈষম্যের শিকার হয়। ধনীরা অতি ধনী আর গরীবরা অতি গরীব হয়। যদি আমাদের সমাজ ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে পরিচালিত হতো তাহলে কেউ রাতারাতি অতি ধনী আর কেউ দৈন্য ও নিগ্রহের শিকার হয়ে অতি গরীব হতো না, অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিতো না, প্রত্যেকের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিরাজ করতো।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কেউ রাতারাতি অতি ধনী হওয়ার সুযোগ নেই। এ অর্থব্যবস্থায় উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের সীমা চিহ্নিত করে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। লুটপাট, ধোঁকা, প্রতারণা ও জলুমের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জনের সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জিত হয় হালাল উপায়ে। অর্জিত সম্পদ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত, সদকাতুল ফিত্র ইত্যাদি আদায় করতে হয়। বিত্তবানদের মনে রাখতে হবে, সম্পদ এমনি এমনিতেই অর্জিত হয়নি। শ্রমিকের শ্রম, মেধা, ও মহান আল্লাহতায়ালার কৃপায় অর্জিত হয়েছে। যাকাত তো দিতে হবেই; এমনকি নিজের সাধ্যমত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। টাকা-পয়সা, সম্পদ জমিয়ে কী হবে? কবরে এগুলো নিয়ে যাওয়া যাবে না। সবকিছু রেখে পকেটহীন,

সেলাইহীন সাদাকাপড় পরে মাটির নিচে চলে যেতে হবে। টাকা-পয়সা দিয়ে যদি 'করোনাভাইরাস' মহামারীকে বিদায় করা যেত তাহলে পৃথিবীর মানুষকে গৃহবন্দি হয়ে থাকতে হতো না। টাকা দিয়ে ভাইরাস থেকে বাঁচা যাবে না- তাই মৃত্যুপূরী ইতালির ধনাঢ্য পরিবারের লোকেরা টাকা রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। কয়েকদিন আগে এমন আনেক ফটো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হতে দেখেছি। করোনার আপৎকালীন সময়ে বাস্তবিকই সন্তান-সন্ততি, সম্পদ কোনো কাজে আসছে না। ইসলাম কেবল সৎ-নীতিবান কথায় আর যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয়নি; ইসলাম প্রতিষ্ঠার পেছনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত গুরুত্ববহ ভূমিকা পালন করেছে, যাকাত ব্যবস্থা যে অর্থনৈতিকতার প্রধান সোপান। যাকাত প্রবর্তনের সময় এবং উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলেই, আমাদের প্রবন্ধের শিরোনাম-অনুসারে কাঙ্খিত মনজিলে পৌঁছতে বেগ পেতে হবে না।

তথ্যসূত্রঃ

http://ihadis.com/books/bukhari/chapter/24
https://www.daily-bangladesh.com/religion/243822
https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/05/06/1030761
https://www.hadithbd.com/hadith/detail/
https://www.alkawsar.com/

জমাদানকারী-
তাসমা হালিমা
রোল -১৯০২১৭০
ব্যাচ-১৯০২
মোবাইল নং -০১৭১২০৫০৫০৪
ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম